নিরুপমা দেবীর

দেবত্র ৪৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

। ৪॥০ পঞ্চগ্রাম ৫৲ স্থলপদ্ম ২।০ প্রতিধ্বনি ২॥০

কা লাড্ডু ২৲ বেদেনী ২৸০ ছলনাময়ী ৩৲ কবি ৩॥০

শতাব্দী ২৲ পাষাণপুরী ২।০ তামসতপস্যা (যন্ত্রস্থ)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

। পাঁচালী (৬ সং) ৫৲ আরণ্যক ৪॥০ উপলখণ্ড ২৸০

র্ত্তন (৩য় সং)৪৲ অভিযাত্রিক ৪৲ তৃণাঙ্কুর ২৸০

ুখর ২৸০ দেবযান ৫৲ দৃষ্টি-প্রদীপ ৫৲ নবাগত ২॥০

পাহাড়ে ২।০ মৌরীফুল ২।০ ক্ষণভঙ্গুর ২।০

প্রবোধকুমার সান্যালের

স্থানের পথে ৪৲ দেশদেশান্তর ২॥০ অরণ্যপথ ১৸০

াঙ্গিনী ২৲ আগ্নেয়গিরি ১৸০ ভ্রমণ ও কাহিনী ১॥০

ীর স্বপ্ন ৪৲ মল্লিকা ২৲ আলো আর আগুন ২॥০

ও অকৃত্রিম ৩॥০ বন্দীবিহঙ্গ ৩৲ জলকল্লোল ৪॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

চরিত্রম্ ২॥০ রজনীগন্ধা ২।০ বহুবিচিত্র ২॥০

ও রমণী ২৲ প্রভাতসূর্য্য ২৸০ দুর্ঘটনা ২॥০

ছিল আশা ২॥০ ভাড়াটে বাড়ী ২॥০ স্বর্ণমুকুর ৩॥০

অনুরূপা দেবীর

মহানিশা ৪॥০

চক্র ৪॥০

সুমথনাথ ঘোষের

ছায়াসঙ্গিনী ২॥০ জটিলতা ২॥০

বাঁকাস্রোত ৪॥০

বীপ্রসাদ চৌধুরীর

চ ২৲ মাংসলোলুপ ৪৲

ইন্দিরা দেবীর

স্পর্শমণি

দিলীপকুমার রায়ের

র ভ্রাম্যমান ৫৲ উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল ৪৲

এদেশে ওদেশে ২৸০

রমানাথ বিশ্বাসের

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা ১॥০

ঋণং কৃত্বা—

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রঞ্জন প্রকাশালয়
২৫।২, মোহনবাগান রো
কলিকাতা

সর্ব্বগুণাধার

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে

—গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

স্বরদাসবাবু—জনৈক ধনাঢ্য বৃদ্ধ

সনৎকুমার—ঋণশোধের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা
ও ছদ্মবেশী সঙ্গীত-শিক্ষক

ললিতকুমার—তরুণ কবি

হর্ষনাথ—উকীল

লোকেন—ঐ বন্ধু

চন্দ্রনাথ—লোকেনের শ্যালক

মেজর গুপ্ত—ডাক্তার

ভজুয়া—সনৎকুমারের ভৃত্য

রামচরণ—হর্ষনাথের ভৃত্য

স্ত্রী

মঞ্জরী—স্বরদাসবাবুর নাত্‌নী

মণিকা— ঐ বন্ধু

পুঁটি—মঞ্জরীর ঝি

পুনর্ণবা—স্ত্রীবেশী চন্দ্রনাথ

ঋণশোধের স্কুলের ছাত্রগণ, পাওনাদারগণ,
ভাড়াটিয়া শ্রোতাগণ ইত্যাদি

স্থান—কলিকাতা

সময়—বর্ত্তমান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম অঙ্ক

প্রাতঃকাল। সনৎকুমারের বৈঠকখানা। ভজুয়া নামক ভৃত্য চেয়ার টেবিল সাজাইয়া রাখিতেছে। গৃহের এক পাশে একটি কাকাতুয়া। একে একে পাওনাদারগণের প্রবেশ; ব্যক্তির নামের পরিবর্ত্তে দ্রব্যের নামে তাহারা উল্লিখিত হইল।

চাল। কি গো ভজুয়া, মাসের পর মাস তো বস্তা বস্তা চাল নিয়ে আসছ, কিন্তু খাতাটা একবার দেখেছ? পঁচাত্তর টাকার ওপর যে হ'য়ে গেল। বাবু আছে?

ভজুয়া। বাবু তো বরাবরই আছে, নাই কেবল টাকা।

ডাল। আমারও অনেক বাকি পড়েছে; বাবুকে খবর দাও, বলগে ডালের দরুন লোক এসেছে, আজ টাকা চাইই।

ভজুয়া। চাইলেই যদি টাকা পাওয়া যেত তা হ'লে আর ভাবনা থাকত না। আরও দু'চার দিন চাইতে হবে।

দুধ। আমার দুধের পাওনার কি হবে গো!

ভজুয়া। তোমার তো দু'দফা পাওনা!

দুধ। দু' দফা কি রকম?

ভজুয়া। দুধের আর জলের।

দুধ। দেখ, সকাল বেলাতেই মিথ্যা কথা বলো না। জল আমি দিই না।

ভজুয়া। জল না দিলে দুধে ওই যে কি মিনসিপ্যালির ওষুধ বলে, তার গন্ধ করে কেন? এবার ধরা পড়েছ, ঘোষ মশাই! সকলের সামনে কেন বকুনি খাবে! এখন সরে পড়।

দুধ। নাঃ, এই মিন্‌সিপ্যালি সর্ব্বনাশ ক'রলে! কাউকে আর ক'রে খেতে দেবে না।

প্রস্থান

কাপড়। কিন্তু আমি আজ বাবুর সঙ্গে দেখা করবই!

ভজুয়া। আজ্ঞে, আপনি বসুন।

চাল, ডাল। আমরাও দেখা করব।

ভজুয়া। আজ্ঞে, সেটি হবেনি।

চাল, ডাল। কেন?

ভজুয়া। একশো টাকার কম বাকি হ'লে বাবু দেখা করেন না।

চাল। তবে দেখা হবে কি উপায়ে?

ভজুয়া। উপায় অতি সহজ। আর কিছু বাকি দিয়ে একশো টাকা পূরিয়ে দেন।

ডাল। নাঃ, বড়লোকের মেজাজ, হয়তো অল্প টাকার ধার, বেশী তাগাদা ক'রলে চ'টে যাবে। চল হে যাই। কেবল সময় নষ্ট।

ভজুয়া। আজ্ঞে ঠিক বুঝেছেন। টাকা আর সময় দুটো নষ্ট করা কাজের কথা নয়। দেখুন, মণ খানেক চাল আর আধ মণ-টাক্ ডাল পাঠিয়ে দেবেন।

চাল, ডালের প্রস্থান

কাপড়। দেখহে, মাসের প্রথমে এলে তো পাওয়া যাবে?

ভজুয়া। তা যাবে। কিন্তু মাস তো এক রকম নয়; বাংলা মাস, ইংরেজি মাস, মুসলমানী মাস; কোনটার প্রথম, আগে জানা দরকার।

কাপড়। আচ্ছা, একবার বাবুকে খবর দাও না।

ভজুয়া। আচ্ছা, দাঁড়ান আমি দেখছি।

ভজুয়ার প্রস্থান

কাপড়। অনেক দিন এ বাড়ীতে কাপড়-চোপড় দিচ্ছি। কর্ত্তা বেঁচে থাকতে এমন অবস্থা ছিল না। এখন অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বলে তো না করতে পারি না। শুনছি সুরদাসবাবুর নাতনি মঞ্জরীর সঙ্গে বাবুর বিয়ে হবে, তা হ'লেই আবার অবস্থা ভাল হবে ; টাকা কাড়িও পাবো নিশ্চয়।

সনৎকুমার ও ভজুয়ার প্রবেশ

সনৎকুমার। এই যে এসেছ ভালই হয়েছে। দেখ, খানকয়েক ভাল শাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো তো। আমার পছন্দমত বেছে দু'খানা রাখবো।

কাপড়। আজ্ঞে দামটা—

সনৎকুমার। লিখে রেখ। সে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাপড়। যে-আজ্ঞা।

প্রস্থান

সনৎ। ভজুয়া, আরও দু'একজন পাওনাদারের আসবার কথা আছে, ঠিক ক'রে সব সামলাস। আমি পাশের ঘরেই আছি।

প্রস্থান

ভজুয়া। সেই সকাল থেকে একই কথা কত জনকে বলব। মুখ ব্যথা হয়ে গেল। কাকাতুয়াটাকে শেখাতে পারা যায় কিনা দেখা যাক।

কাকাতুয়ার প্রতি

পড়ো বাচ্চ, পড়ো,—আজকে যাও, কালকে এসো। পড়ো, আজকে বাবু বাড়ীতে নেই।—রাধাকৃষ্ণ নামের চেয়ে এসব কথা দরকারী। ও বাবা, এ যে ঠোকরাতে আসে! আরে মলো যা। হয়েছিস পাখী, ধারের মাহাত্ম্য কি বুঝবি! পেত্নিস্

আমাদের মত মানবজনম, আবাদ করলে সোনা ফলত! নাঃ ওকেই শেখাতে হবে।

জনৈক স্যাকরার প্রবেশ

স্যাকরা। কি হে? একমাসের মধ্যে টাকা দেবে ব'লে তারপর থেকে যে আর দেখাই নেই। জিনিষ তৈরী করানোর সময় তো—

ভজুয়া। (রাগতঃস্বরে) চুপ! পাশের ঘরে বাবু রয়েছে, এখানে গোলমাল ক'রো না! আমি ওবেলা যাব'খন, এখন যাও!

স্যাকরার প্রস্থান ও আর
একদিক দিয়া সনতের প্রবেশ

সনৎকুমার। ভজুয়া, ও লোকটা স্যাকরা নয়? আমি ত ধারে গয়না গড়াইনি!

ভজুয়া। এজ্ঞে, আমার ধার।

সনৎ। তুইও ধার সুরু করেছিস!

ভজুয়া। এজ্ঞে এক বাড়ীতে দুই রকম নিয়মটা ভাল দেখায় না!

সনৎ। হুঁ। কি গড়িয়েছিস?

ভজুয়া। নথ।

সনৎকুমার। কিসের জন্যে?

ভজুয়া। এজ্ঞে, নাকের জন্যে।

সনৎকুমার। নথ যে নাকের জন্য, এবং সে নাক যে মানুষের তা জানি।

ভজুয়া। এজ্ঞে, না জানো না।

সনৎকুমার। কি জানি না?

ভজুয়া। সে নাক মানুষের নয়।

সনৎ। তবে কি ঘোষের ?

ভজুয়া। না, মেয়েমানুষের।

সনৎ। কে সে ? পুঁটি বুঝি ! আমি মঞ্জরীকে সব কথা বলে দেব। পুঁটিকে যেন সাবধান করে দেয় ! তুই কি শেষে ওকে বিয়ে করবি নাকি ?

ভজুয়া। এজ্ঞে এক বাড়ীতে দুই রকম নিয়ম কি ভাল দেখাবে ?

সনৎ। এই যে ললিত এসো ! আচ্ছা তুই যা !

ভজুয়া। যে আজ্ঞে।

ভজুয়ার প্রস্থান

ললিতের প্রবেশ

সনৎ। তারপরে যুধিষ্ঠিরের রথ, তোমার খবর কি ?

ললিত। যুধিষ্ঠিরের রথ কি রকম ?

সনৎ। যুধিষ্ঠিরের রথ যেমন মাটি স্পর্শ না করে কিছু উপর দিয়ে চলতো, তোমরা সাহিত্যিকেরাও যে তেমনি !

ললিত। আমি যদি যুধিষ্ঠিরের রথ হই, তবে তোমার মত বস্তুতান্ত্রিক— কর্ণের রথ, যার চাকা গ্রাস করেছে ধরিত্রী।

সনৎ। শুধু ধরিত্রী নয়, তার সঙ্গে পাওনাদারও আছে।

ললিত। সত্যি, তোমার ঋণ শোধের কি করছ ?

সনৎ। কিছুই করছি না, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের উপর ভার দিয়ে বসে আছি।

ললিত। কি রকম ?

সনৎ। এটাতো জানো, বায়ুমণ্ডলে কোন জায়গায় শূন্যতা থাকে না, শূন্য হলেই অন্যত্র থেকে বাতাস এসে সে স্থান পূর্ণ করে।

ললিত। কিন্তু তোমার ঋণের শূন্যতা পূর্ণ হবে কি মঞ্জরীর টাকায়? আচ্ছা, মঞ্জরীর কাছে তুমি ধনে এবং মনে কেমন করে ঋণী হলে?

সনৎ। ও দুটো একসঙ্গে জড়িয়ো না। একটা পৈতৃক একটা আত্মিক। আমার বাবা মঞ্জরীর বাবার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করে ব্যবসায়ে ফেলেছিলেন। ব্যবসা হ'ল ফেল। পিতৃদেব মৃত্যুশোক এবং ঋণ যুগপৎ আমার মাথায় চাপিয়ে গেলেন স্বর্গে। ইতিমধ্যে মঞ্জরীর বাবাও গেলেন স্বর্গে, বোধ হয় ঋণের তাগাদা করতেই। এইটুকু পৈতৃক।

ললিত। আত্মিকটুকু বুঝেছি। তুমি এখন মঞ্জরীকে বিয়ে করে এক সঙ্গে ধনঞ্জয় ও মনঞ্জয় হবার চেষ্টায় আছ! কিন্তু মঞ্জরীর দাদামশায় সুরদাসবাবু কি বলেন?

সনৎ। তাঁর কোনো মতামত নেই। কেবল ওদের ষ্টেটের যে উকীল আছে হর্ষনাথ, সে-ই গোলমাল বাধাতে চেষ্টা করছে। অত বড় পাজী আমি আর দুটি দেখিনি, তার ইচ্ছে মঞ্জরীকে বিয়ে করে।

ললিত। মঞ্জরী কি বলে?

সনৎ। কিছুই বলে না! এখন হর্ষনাথ বুড়োকে হাত করে নিয়ে না গোলমাল বাধায়। আচ্ছা তোমার ঋণের খবর কি?

ললিত। আমার যে ঋণ আছে তা কি করে জানলে?

সনৎ। তোমার যে একটি হৃৎপিণ্ড আছে তা কি করে জানলাম? তোমার অস্তিত্বই তার প্রমাণ। জগৎব্যাপার ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুতের লীলা বই কিছু নয়, তেমনি সংসারও ধন ও ঋণের বিচিত্র সৃষ্টি।

ললিত। তার মানে ধন থাকলেই ঋণ থাকবে ?

সনৎ। না, তার মানে ঋণ থাকবেই ; ধন না থাকতেও পারে। আমার মতে মানুষের সংজ্ঞা কি জানো ? Man is a borrowing animal। আর কোনো প্রাণী কি ধার করতে জানে ? ঋণ করাই মনুষ্যত্বের গর্ব্ব, এতে লজ্জার কারণ নেই।

ললিত। তাহলে তোমার সংজ্ঞা অনুসারে—আমি একজন মানুষ, এবং একেবারে যাকে বলে নরোত্তম। মঞ্জরীকে যখন চেনো, তখন তার বন্ধু মণিকাকেও নিশ্চয় জানো।

সনৎ। সেই মণিকার কাছে তোমার ঋণ ?

ললিত। না, মন বাঁধা।

সনৎ। তোমার সমস্যা ভাই অনেক সরল। এতে সুরদাসবাবু নেই, হর্ষনাথ নেই, শুধু তুমি আর মণিকা।

ললিত। না, একেবারে নেই ব'লতে পার না। হর্ষনাথ আছেন, তবে মণিকাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে তাঁর সম্ভবতঃ নেই।

সনৎ। কিন্তু সে সম্ভাবনা হ'তে কতক্ষণ ?

ললিত। আপাততঃ তো সে রকম ভাব দেখি না। তাছাড়া মণিকা নিজের বিষয়পত্র সম্বন্ধে দু'একটা আলোচনা করা ছাড়া বিশেষ ওকে আমল দেয় না।

সনৎ। আচ্ছা, হর্ষনাথ মণিকার কাছে গিয়ে কেমন ক'রে জুটলো ?

ললিত। আর বল কেন ? মঞ্জরীর দাদামশাই, বুড়ো সুরদাসবাবু যে কি চোখে ওকে দেখেছেন কে জানে ? মণিকা পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে সুরদাসবাবুর কাছে বিষয় দেখবার একজন লোক চেয়েছিল, উনি ঠিক ক'রে দিলেন হর্ষনাথকে। ওঁর আদেশ তো মণিকা ঠেলতে পারে না ! সেই থেকেও রয়ে

গেল। এর ওপর আবার আছে এক পাগলা মেজর গুপ্ত, ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

সনৎ। আরে সেও জুটেছে নাকি?—বেশ! দুজনের মধ্যে কমিশনের বন্দোবস্ত আছে কি না ভাবছি। আচ্ছা ললিত, হর্ষনাথ তোমার সঙ্গে মণিকাকে আলাপ করতে দিলে যে বড়?

ললিত। বাড়ীতে হ'লে কি দিত? আমার মাস্‌তুতো বোন লীলার সঙ্গে মণিকা প'ড়েছিল। তারই ওখান থেকে আলাপটা হয়।

সনৎ। বটে! তা' আমার মনে হয় এবার থেকে ধীরে ধীরে তুমি নিজে মণিকার ষ্টেট দেখতে আরম্ভ কর। তা না হ'লে সব নয়-ছয় হ'য়ে যাবে। বাস্তব জগৎ বড় কঠিন ঠাঁই—এখানে সত্যি যুধিষ্ঠিরের রথ হ'লে চলে না।

ললিত। ও ষ্টেট-টেট দেখা আমার কম্ম নয়। ভাই, নিজেরই ষ্টেট দেখতে পারি না। তুমি আমাকে যুধিষ্ঠিরের রথ বল আর যাই বল, আমি জানি—আমরা প্রজাপতির মত, বিধাতার অনাবশ্যক অবসরের দাক্ষিণ্য।

সনৎ। ওটা কাব্য হ'ল ভাই। আমাদের দেশের সব লোককেই বিধাতা আমড়া তৈরী করবার moodএ সৃষ্টি করেছেন। অনাবশ্যক সন্দেহ নাই!

ললিত। আমাদের দেশের উপর তোমার অযথা অশ্রদ্ধা। বিলেতেও এরকম অনাবশ্যক লোক আছে।

সনৎ। তা হলে তারা বিলিতি আমড়া।

ললিত। সত্যি ভাই, মণিকা পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে আমাদের প্রেমে একটা অদ্ভুত রোমান্সের রং লেগেছে। তাকে দেখে

মনে হয়, "অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল" ; যেন বৃন্তহীন পুষ্প। আর আমি কোটি সূর্য্যের দীপ্তি নিয়ে জ্বলছি। ললাটে আমার যৌবনের অক্ষয় কিরীট। "একহাতে মোর বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে বাঁকা তূর্য্য।"

সনৎ। দেখ, সাহিত্যে যেমন গদ্য এবং পদ্য আছে, জগতেও তেমনি গদ্য পদ্য আছে। কল্পনার জগৎ পদ্য, আর এই সংসারটা গদ্য, এতে নানা রকম বাধা আছে, পদে পদে এ বিঘ্নের দ্বারা সঙ্কীর্ণ! এখানে রোমান্সের পক্ষীরাজকে অবাধ মুক্তি দিতে পার কেবল কল্পনায়। তোমাদের মত রোমান্স-জীবী ব্যক্তিদের বড় ভয় করি। হয় তো একদিন দেখবো, যে মণিকার প্রেমের নেশাও ছুটে গেছে, আবার ছুটেছ কোন্ মরীচিকার পিছনে!

ললিত। ঠিক বলেছ, মণিকা আমার মরীচিকাই বটে। কিন্তু এই সংসার-মরুভূমিতে যদি মরীচিকা না থাকে, তবে বাঁচবো কেমন করে?

সনৎ। কিন্তু মরীচিকার তো হৃদয়ের বালাই নেই, সুখদুঃখের বালাই নেই। মণিকার সুখদুঃখ আছে, হৃদয় আছে, তার সঙ্গে তো মরীচিকার ব্যবহার করা চলে না। ওই দেখ, আর, যে মরীচিকা মোটেই নয়, সেই হর্ষনাথবাবু আসছে!

হর্ষনাথবাবুর প্রবেশ

সনৎ। এই যে হর্ষনাথবাবু আসুন, বসুন।

হর্ষনাথ। আমি ভদ্রতা করতে আসিনি।

সনৎ। তা বটে, ভদ্রতা আবার সকলের ধাতে সয় না।

হর্ষনাথ। (স্বগত) দুটো রাস্কেলই এখানে! (প্রকাশ্যে) দেখুন, মঞ্জরী

দেবীর পিতার কাছে আপনার পিতা পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ করেছিলেন, মনে আছে ?

সনৎ। বিলক্ষণ ! মনে না থাকুক, দলিলে আছে।

হর্ষনাথ। বোধ করি জানেন যে তাঁর পিতা মৃত্যুর সময় উইল করে টাকাটা মঞ্জরীকে দিয়ে যান। সে ঋণ-টা কবে শোধ করবেন, বলুন !

সনৎ। শোধ করবো না।

হর্ষনাথ। শোধ করবেন না, তার মানে ? কেন, শুনতে পারি !

সনৎ। অন্ প্রিন্সিপল।

হর্ষনাথ। প্রিন্সিপল-টা কি শুনি ?

সনৎ। ধন-সাম্যবাদ।

হর্ষনাথ। সেটা আবার কি ?

সনৎ। ভারি জটিল ব্যাপার, তবে সংক্ষেপে এই বলতে পারি এক জায়গায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন জমা হওয়া উচিত নয়। তার একটা প্রতিকার—

হর্ষনাথ। এযে সিডিশন। জানেন, এখনো স্বরাজ হয়নি !

সনৎ। বলতে পারি না ! এখনো খবরের কাগজ সবটা পড়া হয় নি।

হর্ষনাথ। দেখুন ওসব চালাকি এখানে খাটবে না। আমরা বাধ্য হ'য়ে নালিশ করবো। প্রয়োজন হলে বডি-ওয়ারেণ্ট করবো।

সনৎ। বেশতো !

হর্ষনাথ। বেশ তো ! আচ্ছা ! হ্যাঁ, আরো এক কথা, সুরদাসবাবুর হুকুম, আপনি আর তাঁর বাড়ী যাবেন না !

সনৎ। বেশ তো ! কিন্তু মঞ্জরীকে গান শেখাবে কে ?

হর্ষনাথ। সে যেই হোক, আপনি নন।

সনৎ। তবে কি আপনি ?

হর্ষনাথ। আমাদের উকীল বলে কি মানুষ মনে করেন না নাকি ?

সনৎ। আপনার নিজেরই যখন সন্দেহ আছে, আমি আর কি বলব !

হর্ষনাথ। গান শেখাবার জন্য আমরা বুড়ো দেখে মাষ্টার ঠিক করব। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না! এই শেষ কথা বলে গেলাম। এর পরে ও বাড়ীতে আপনাকে দেখলে বাধ্য হয়ে কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে হবে! আর টাকার কথা-টা ভেবে দেখবেন।

প্রস্থান

ললিত। দেখতো এক বিপদ উপস্থিত হ'ল। এর মধ্যে হর্ষনাথ আছে!

সনৎ। সে তো আগেই বলেছি!

ললিত। ঋণ-শোধের একটা উপায় কর!

সনৎ। ভজুয়া।

ভজুয়া। আজ্ঞে।

ভজুয়ার প্রবেশ

সনৎ। দেখ ভজুয়া, এই টাকা নে, ফুটপাথের ওধারে ওই পরচুলের দোকান থেকে তিন নম্বরের এক জোড়া পাকা দাড়িগোঁফ আর একটা পরচুল নিয়ে আয় তো। যা, চট করে আসবি।

ভজুয়া। যে আজ্ঞে।

ভজুয়ার প্রস্থান

ললিত। ও আবার কি হবে ?

সনৎ। কিছু নয়, পাড়ার ছেলেরা অভিনয় করবে তারই জন্যে। শোন ললিত, আমি যে ঋণ শোধ করবো না, শুধু তা নয়; আর কাউকে করতেও দেব না। গৌতম বুদ্ধ যেমন নিজের দুঃখ দূর করাই যথেষ্ট মনে করেন নি, জগতের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমিও তেমনি পরের ঋণ-কষ্ট মুক্তির জন্য উঠে পড়ে লেগেছি।

ললিত। সে আবার কি করে হবে!

সনৎ। আমি একটা ঋণ-শোধের ইস্কুল খুলেছি। কি কি উপায়ে কোন্ কোন্ জাতীয় ঋণ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তার থিওরি এবং প্র্যাকটিস তাতে শেখানো হচ্ছে।

একটা ফাইল টানিয়া লইয়া

এই দেখ এরি মধ্যে কত লোক ভর্তি হয়েছে! এই দেখ, কাপড়ের ব্যবসায়ী, সাবানের ব্যবসায়ী, বইএর এজেণ্ট, প্রেসের মালিক, এরা দুজন এডিটর, এই দেখ তিন জন জমিদার, এই দেখ কাঁকুড়গাছির রাজাবাহাদুরও আছেন। দেখবে চল না, এখুনি ক্লাস বসবে—

ললিত। না সে আর একদিন হবে—কিন্তু এযে একেবারে নূতন উপায়। ও ছবিখানা কার হে?

সনৎ। স্বর্গীয় পিতৃদেবের।

ললিত। ওকি করেছ! পা উপরের দিকে দিয়ে টাঙিয়ে রেখেছ কেন?

সনৎ। ও কিছু নয়, পুত্রের ঋণ-শোধের জন্য তিনি স্বর্গে উর্দ্ধ-পদে তপস্যা করছেন!

ললিত। আজ উঠি। গতিক মন্দ দেখলে তোমার ঋণ-শোধের ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'ব।

প্রস্থান

ভজুয়ার দাড়ি গোঁফ প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ

ভজুয়া। বাবু, এই জিনিষ?

সনৎ। হ্যাঁ, আচ্ছা তুই যা।

প্রস্থান; সনতের দ্বার বন্ধকরণ

হরনাথ, তুমি ভাবো তোমার চেয়ে চতুর আর কেউ নেই। বুড়ো মাষ্টার যখন চেয়েছ, বুড়োই পাবে।

দাড়ি গোঁফ পরচুল পরিতে পরিতে

মঞ্জরী অনেক দিন আগেই এমন একটা আভাস দিয়েছিল। তখনি বুদ্ধি ঠিক করে রেখেছিলাম।

আয়নায় দেখিতে দেখিতে

নাঃ আর কেউ চিনতে পারবে না! প্রথমটা মঞ্জরীকে নিয়ে গোল বাধবে, তারও চিনবার সাধ্য নেই।

চুল দাড়ি প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিয়া; দ্বার মোচন।

ভজুয়া!

ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। আজ্ঞে।

সনৎ। ক'জন পাওনাদার এসেছে?

ভজুয়া। আজ্ঞে পাশের হলঘরটার তক্তপোষ, বেঞ্চি, টেবিল, চেয়ার ভরে গিয়ে মেঝেয় বসেছে। এখন যারা আসছে তারা জানলায় তাকের উপরে বস্‌ছে।

সনৎ। এর পরে যারা আস্‌বে তাদের আলমারির মাথায় বসাবি। যা। আমি যাচ্ছি।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ

মঞ্জরী ও মণিকা

মঞ্জরী। তোর ভাগ্য ভাল, মণিকা, ললিতবাবুর মত লোক পেয়েছিস্।

মণিকা। না ভাই ভাগ্যকে দোষ দিই না। কিন্তু আমার বড় ভয় করে।

মঞ্জরী। কেন?

মণিকা। ললিতবাবুর কথা শুনলে মনে হয় তিনি আমাকে আকাশের চাঁদ কিম্বা বসন্তের ফুল বলে মনে করেন।

মঞ্জরী। আর নিজেকে বুঝি চকোর কিম্বা প্রজাপতি মনে করেন?

মণিকা। না ভাই, আমার মনে হয় মানুষকে ভালবাসবার ধৈর্য্য তাঁর নেই!

মঞ্জরী। তাই বুঝি অপ্সরীকে নিয়ে পড়েছেন!

মণিকা। যাঃ ঠাট্টা নয়। মানুষের এত ভুলত্রুটি আছে, সবসুদ্ধ ভালবাসা বড় কঠিন। ললিতবাবু বড় বেশি কল্পনাবিলাসী। এবিষয়ে কিন্তু সনৎবাবু বেশ।

মঞ্জরী। অর্থাৎ তিনি একখানি নিরেট গদ্য।

মণিকা। দোষ কি ভাই! মাটির মানুষ মাটির পৃথিবীরই যোগ্য। আর যে-জায়গা পদ্য-প্রধান—

মঞ্জরী। তার নাম পাগলা-গারদ। ঠিক বলেছিস, সনৎবাবু খাঁটি গদ্য, একেবারে বিদ্যাসাগরী ভাষা, দাঁত-ভাঙা।

মণিকা। তোর দাঁত ভেঙেছে নাকি?

মঞ্জরী। ধ্যেৎ। কিন্তু কাব্য তাঁর কণ্ঠে।

মণিকা। সত্যি এমন গান কাউকে গাইতে শুনিনি। একটা শোনা না, কি শিখলি।

মঞ্জরী। আবার দাদা মশায় এসে পড়বেন!

মণিকা। আসলেনই বা। গান বইতো নয়!

মঞ্জরীর গান

দিয়ো না, দিয়ো না, খোঁপাতে ফুল,
গলাতে দিয়ো না করবী-হার;
ভূষণহীন সহজ বেশে
মনের মাঝে কর বিহার।
কাজলে সাজে সজল দিঠি,
প্রিয়ার যেন প্রথম চিঠি—
তেমন মিঠি অধর দুটি
সোহাগ-রসে প্রণয়-সার।

মণিকা। ওই হর্ষনাথবাবু আর তোর দাদামশায় আস্‌ছেন। এখুনি বক্তৃতা আরম্ভ করলে অন্তত দুঘণ্টা বসে থাকতে হবে। আজ উঠি।

মঞ্জরী। ওবেলা আসিস্।

মণিকার প্রস্থান

হর্ষনাথবাবু ও সুরদাসবাবুর প্রবেশ। সুরদাসবাবু বৃদ্ধ; তাঁর গলায় তিনটি ফুলের মালা।

সুরদাসবাবু। আর তো পারিনা হর্ষনাথবাবু। দেশের লোক কি কেবল আমাকেই দেখেছে! যেখানে যত সভা, ডাকো সুরদাসবাবুকে! বুড়ো হয়েছি আর কি সে শক্তি আছে! তবু না বলবার উপায় নেই। একেবারে কেঁদে এসে পড়বে। কালকে ছিল সাতটা সভা, সাত জায়গায় সভাপতি, আজ এই দেখুন তিনটে মালা, এরই মধ্যে তিনবার সভাপতি হয়েছি।

আবার ঐ দেখুন দুয়োরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। নাঃ আর পারিনে। সেই তিনটে থেকে আরম্ভ করেছি, প্রথমে ছিল বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য সভা; তারপরে ছিল মুচিপাড়া লাইব্রেরির উদ্বোধন, তারপরে ছিল আগরপাড়া বোষ্টম দীঘির পঙ্কোদ্ধার সমিতির বার্ষিক অধিবেশন; এখন আবার—

হর্ষনাথ। কিন্তু কাজের কথাটা।

সুরদাস। কাজের কথা সব জায়গাতেই, আরে বাপু, তাই বলে কি বুড়োমানুষকে মেরে ফেলতে হবে!

হর্ষনাথ। নাই গেলেন।

সুরদাস। আমার কি ইচ্ছে যাবার, একেবারে পায়ে জড়িয়ে ধরে।

হর্ষনাথ। তবে কাজের কথাটা—

সুরদাস। কাজটা কি! কলিকাতা কুকুররক্ষা সমিতির সেই—

হর্ষনাথ। না, না, মঞ্জরীর—

সুরদাস। না, না, ওকে আর নিয়ে যাব না।

হর্ষনাথ। না, না, ওঁর গানের কথাটা—

সুরদাস। আমি এর বিরুদ্ধে। স্ত্রীস্বাধীনতা ভাল, তাই বলে „আমার নাতনিকে দিয়ে সভায় গান করাতে পারবো না!

হর্ষনাথ। সে কথা বলিনি।

সুরদাস। সেই কথাই বলেছেন। আমাদের এ ভারতবর্ষের সনাতন রীতিকে লঙ্ঘন করে, হে সভ্য মহোদয়গণ—

হর্ষনাথ। (স্বগত) এই রে কোন্ সভার না জানি অভিভাষণ বলতে সুরু করলেন! (প্রকাশ্যে) সুরদাসবাবু, আমি বলছিলাম কি—

সুরদাস। যেখানে সীতা সাবিত্রী লীলাবতী খনা গার্গী মৈত্রেয়ী—

হর্ষনাথ। মঞ্জরীকে যে সনৎকুমার গান শেখাতে আসে, সেই সম্বন্ধে যা বলবার ছিল—

সুরদাস। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন! কিন্তু হর্ষনাথবাবু, আমি যা বলছিলাম সেটাও মন্দ হচ্ছিল না।

হর্ষনাথ। চমৎকার, এমন শুনিনি।

সুরদাস। তবে বাকিটুকু বলে ফেলি।

হর্ষনাথ। পরে শুনবো। এখন সেই কথাটা।

সুরদাস। হাঁ, কি যেন বলবার ছিল—ওহো মনে পড়েছে। দেখ, মঞ্জরী, তোমাকে গান শেখাবার জন্যে আমরা একজন বৃদ্ধ শিক্ষক স্থির করবো। সনৎকুমার আর তোমাকে গান শেখাবেন না।

মঞ্জরী। কেন দাদা মশাই, সনৎবাবু তো ভাল গায়ক।

হর্ষনাথ। তার উদ্দেশ্য খারাপ।

সুরদাস। নিশ্চয় তাঁর উদ্দেশ্য অতিশয় নীচ।

মঞ্জরী। কি তাঁর উদ্দেশ্য?

সুরদাস। ভয়ানক নীচ উদ্দেশ্য, ভয়ঙ্কর; বলুন না হর্ষনাথবাবু, কি তাঁর উদ্দেশ্য?

হর্ষনাথ। সে প্রকাশযোগ্য নয়।

সুরদাস। নিশ্চয় নয়; কথনোই প্রকাশ করবেন না।

হর্ষনাথ। আর সেই নালিশের কথাটা।

সুরদাস। কোন্ নালিশ?

হর্ষনাথ। মঞ্জরীদেবীর যে টাকাটা সনৎকুমারের কাছে পাওনা হয়েছে, ওটা নালিশ না করলে তামাদি হতে পারে!

সুরদাস। হ'তে পারে কি, হ'য়ে গেছে!

হর্ষনাথ। আমি আগামী মাসে—

সুরদাস। আর আগামী মাসে নয়, এই মাসে, আজই, এখনি নালিশ করতে হবে!

মঞ্জরী। কিন্তু দাদা মশাই—

সুরদাস। না, না, তোমার কোন ভয় নেই! টাকার শোকেই তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কি বলেন হর্ষনাথবাবু?

হর্ষনাথ। খুব সম্ভব তাই।

সুরদাস। চলুন এবার যাওয়া যাক। অমনি যেতে যেতে কুকুররক্ষা সমিতির অভিভাষণটা শুনিয়ে দিই—হে সভ্য মহোদয়গণ, ভারতবর্ষ কখনো কুকুরকে সামান্য জীবমাত্র মনে করেনি। কুকুর স্বয়ং ধর্ম্মের স্বরূপ! আপনাদের কি মনে পড়ে না, পঞ্চপাণ্ডবের পশ্চাতে স্বয়ং ধর্ম্ম কুকুর-রূপ গ্রহণ করিয়া, কি বলেন হর্ষনাথবাবু, এখানে একবার হাততালি পাওয়া যাবে। যে দেশে সীতা সাবিত্রী খনা লীলাবতী গার্গী মৈত্রেয়ী কুন্তী তারা মন্দোদরী দময়ন্তী মহাশ্বেতা—

হর্ষনাথ। বুড়োর দম আট্‌কে না যায়—

উভয়ের প্রস্থান

পুঁটির প্রবেশ

মঞ্জরী। পুঁটি তোর হাতে ওটা কি দেখি।

পুঁটি। না দিদিমণি, কিছু না—

মঞ্জরী। কিছু না কেমন? ও নথ পেলি কোথায়?

পুঁটি। কুড়িয়ে।

মঞ্জরী। কোন্ পথে তোর যাওয়া আসা রে, যে নথ কুড়িয়ে পাস! বুঝেছি, ভজুয়া দিয়েছে।

পুঁটি। আমি চাইনি দিদিমণি।

মঞ্জরী। না চাইতেই দেয়! গয়লার মেয়ে এই করেই মরবি তুই—

পুঁটি। গয়লাও মরে, ভদ্দর নোকেও মরে। সত্যি না দিদিমণি?

মঞ্জরী। যাঃ এখন।——আঃ, আবার জ্বালাতে আসছে!

পুঁটির প্রস্থান

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। মঞ্জরী, কি হয়েছে তোমার! অসুখ নাকি? মেজর গুপ্তকে ডেকে পাঠাই?

মঞ্জরী। দরকার নেই। আচ্ছা আপনি লোকের সম্মুখে আপনি বলেন, আড়ালে তুমি বলেন—এর অর্থ কি?

হর্ষনাথ। অর্থ এই যে মানুষের অন্তরে এবং বাহিরে প্রভেদ আছে।

মঞ্জরী। আপনাকে দেখবার পরে সে কথায় কি আর অবিশ্বাস করবার উপায় আছে!

হর্ষনাথ। আমাকে বুঝেছ দেখছি। কিন্তু আমার সেই কথাটার কি উত্তর পাবো না?

মঞ্জরী। কোন কথা?

হর্ষনাথ। আমার ভালবাসা কি প্রত্যাখ্যান করবে?

মঞ্জরী। পুঁটি!

হর্ষনাথ। না, না, পুঁটিকে ডেকো না! শোন মঞ্জরী, এই আমি সব অহঙ্কার পরিত্যাগ করে তোমার কাছে নতজানু হ'য়ে বলছি—

নতজানু হইয়া

তুমিই আমার সব, হৃদয়ের ধন, জীবনের জীবন, গলার হার, মাথার মণি—

এমন সময়ে পশ্চাতের দ্বারে মণিকাকে দেখিয়া

—মণি—কা, যাক্‌ গোপন কথা, কাউকে বলো না!

সহসা মণিকার প্রবেশ

মণিকা। মঞ্জরী, আমার সেই ব্যাগটা তোর ড্রয়িংরুমে ফেলে এসেছি, তাই নিতে এলাম।

মঞ্জরী। দাঁড়া, আমি এনে দিচ্ছি।

প্রস্থান

মণিকা। মঞ্জরীকে আমার কথা কি বলছিলেন?

হর্ষনাথ। বিধাতার অবিচার! যা গোপনে বলতে চাই, তা তিনি কিছুতেই গোপন রাখতে চান না! বলছিলাম কি জানেন, আপনার সঙ্গে যে ললিতবাবুর আলাপ আছে, সেটা গোপন রাখবার জন্যে তাকে অনুরোধ করছিলাম!

মণিকা। তা আবার এমন নতজানু হ'য়ে!

হর্ষনাথ। আপনার জন্য সবই পারি।

মণিকা। ভাল!

মণিকার প্রস্থান

অন্য দ্বার দিয়া মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণিকা নেই?

হর্ষনাথ। না, বোধ হয় বারান্দায় গেছে! দেখেছ, কথাটা কেমন ঘুরিয়ে নিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম।

মঞ্জরী। ধন্যবাদ। তবে ভবিষ্যতে এরকম বাঁচাবার ও বাঁচবার অবস্থা না ঘটলেই সুখী হব।

প্রস্থান

হর্ষনাথ। উঃ কি বিপদটাই কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল! যুগল-প্রেম দৈবাৎ যুগপৎ-প্রেম হ'য়ে উঠলে কি বিষম কাণ্ডই না ঘটে! কিন্তু আশা ছাড়ছি না। দুজনেই বেশ শাঁসালো, এখন যেটা লেগে যায়। মেয়েমানুষের মন ব্রেজিল পাথরের চশমার মত, প্রথমটা কিছুই দেখা যায় না, ক্রমে ঘষতে ঘষতে বেশ স্বচ্ছ হ'য়ে আসে। আচ্ছা তবে ঘষাই যাক।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

হর্ষনাথবাবুর বৈঠকখানা

হর্ষনাথ ও লোকেন

হর্ষনাথ। বুঝলে কিনা হে লোকেন, বিপদের সময় হাতে দুটো বাণ থাকা ভাল।

লোকেন। সে আর বলতে! শিকারের প্রতি একটা নিষ্ফল হলে আর একটা নিজের বুকে মেরে মরবার উপায় থাকে। কিন্তু ধর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে দুটো বাণই লক্ষ্যে গিয়ে বেঁধে, তা হলে?

হর্ষনাথ। অর্থাৎ মঞ্জরী আর মণিকা দু'জনেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়! একটু ভাববার কথা বটে।

লোকেন। ভাববার আর কি আছে! এক, বহুবিবাহ-দোষ ছাড়া অন্য কোনো দোষ কেউ দেবে না। আর দোষই বা কি? তুমি তো বিয়ে করছ, ওদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সকে! গুজব তো শুনি অনেক, কি রকম কি আছে ওদের?

হর্ষনাথ। সেদিক দিয়ে ভালই! মঞ্জরীকে তো লক্ষপতি বল্লেই চলে। ওর বাপের যা ছিল তা পেয়েছে; মামার বাড়ীর যা আছে তা-ও সুরদাসবাবুর মৃত্যুর পর পাবে। আর সনতের জমিদারিও ওর কাছে বন্ধক আছে। সেটাও নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

লোকেন। আর মণিকা?

হর্ষনাথ। ওর তো পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। এখনি সে মস্ত জমিদারির মালিক; তা ছাড়া কলকাতায় বাড়ি এবং ব্যাঙ্কে টাকা।

লোকেন। উদ্যোগ পর্ব্বতো ভালই করেছ। কিন্তু সনৎ আর ললিত যে আছে!

হর্ষনাথ। সনতের বিশেষ আশা নেই। মঞ্জরীর দাদামশাইকে হাত করে ওখানে সনতের যাওয়া-আসা বন্ধ করেছি। এখন মণিকাকে নিয়ে কি করা যায়!

লোকেন। দাদামশাইদের যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, নাতনিদের তত সহজে নয়, কি বল?

হর্ষনাথ। মাথায় একটা মৎলব এসেছে। মণিকা আর ললিতের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, তোমার ছোট শালা চন্দ্রনাথ তো ক'দিন হ'ল এখানে এসেছে! ওকে তো এখানে কেউ বড় চেনে না, কি বল?

লোকেন। হাঁ, ওতো কদাচিৎ এখানে আসে।

হর্ষনাথ। তুমি এক কাজ কর; ওকে একবার ডেকে আন।

লোকেন। মৎলবখানা কি শুনি না?

হর্ষনাথ। ওকে নিয়ে এস, একবারে বলা যাবে।

লোকেন। চললাম। কিন্তু বিয়ে হলে আমরা যেন বাদ না পড়ি।

প্রস্থান

অন্য দ্বার দিয়া মেজর গুপ্তের প্রবেশ; যুদ্ধে গিয়াছিলেন শোনা যায়। সে নেশা এখনো কাটে নাই; মিলিটারি পোষাক পরিয়া থাকেন; হাতে বেতের ছড়ি; সেখানা নাচাইয়া কথা বলা তাঁহার মুদ্রাদোষ

মেজর গুপ্ত। কি, বিয়ের কথা কি হচ্ছিল?

হর্ষনাথ। এই যে, মেজর গুপ্ত আপনার বিয়ের বিষয় আলোচনা করছিলাম।

মেজর গুপ্ত। (আশ্চর্য্য ভাবে) আমার বিয়ের বিষয় ? আমি করবো বিয়ে ? মানুষকে ? দেখুন হর্ষনাথবাবু, আমার ইচ্ছে করে কি জানেন ? এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে একটা মেজর অপারেশন করে মানুষ জাতটাকে অ্যাপেণ্ডিক্সের মত তুলে দূর করে ফেলে দি। এ জাতটার কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল ফুলে গিয়ে কষ্ট দেয় !

হর্ষনাথ। আচ্ছা মেজর গুপ্ত, মানুষের উপর এত রাগ কেন ?

মেজর গুপ্ত। মাপ করবেন, হর্ষনাথবাবু ! মানুষকে আমি রাগের যোগ্য মনে করি না, ওটাকে আমি ঘৃণা করি।

হর্ষনাথ। কিন্তু তার দোষ কি ?

মেজর গুপ্ত। দোষ কি জানেন ? মানুষ হচ্ছে 'পিসা' সহরের লীনিং টাওয়ারের মত, বেশ মজবুত, মার্ব্বেল পাথরে তৈরী, সব মাটি হয়েছে এক দিকে কাৎ হ'য়ে পড়ে।

হর্ষনাথ। মানুষকে যদি ঘৃণাই করেন, তবে নিজে ডাক্তার, ওষুধ দিয়ে, অপারেশন করে তাদের বাঁচাবার ব্যবসা ধরেছেন কেন ?

মেজর গুপ্ত। ঘৃণা করি বলেই তো বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। ক্ষণিক ব্যাধি সারিয়ে দিই যাতে তারা দীর্ঘজীবন-ব্যাধিতে ভুগতে পারে !

হর্ষনাথ। কিন্তু কোনো দিন কোন ভালবাসার সূত্র কি আপনাকে আকর্ষণ করেনি ?

মেজর গুপ্ত। ভালবাসার সূত্র কি জানেন, বঁড়শির সূত্র ! একদিকে তার মাছ, অন্যদিকে শিকারী। মাঝের আকর্ষণকেই তো আপনারা ভালবাসা বলেন, নয় ?

হর্ষনাথ। মানুষকে এরকম ভাবে উপেক্ষা করছেন, কিন্তু মানুষ এর

প্রতিশোধ নেবে। কোন দিন হয় ত দেখবো মেজর গুপ্ত প্রেমে পড়ে পাগল হয়েছেন!

মেজর গুপ্ত। ইন-ডীড্! সেদিন এক ডোজ পয়জন!

বেত নাচাইতে নাচাইতে তাঁহার প্রস্থান

লোকেন ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ; চন্দ্রনাথের বয়স ১৭।১৮ এখনো গোঁফ দাড়ি উঠে নাই।

হর্ষনাথ। এই যে চন্দ্রনাথ, এস ভাই লোকেন, ওকে ব্যাপারখানা বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

লোকেন। সে ও জানে; কিন্তু মৎলবটা জানে না।

হর্ষনাথ। দেখ, তোমাদের মাধবপুরে সেবারে কালীপূজোয় গিয়েছিলাম মনে আছে? কি যেন থিয়েটার হয়েছিল?

চন্দ্রনাথ। বিক্রমাদিত্য। ওঃ, সে এক রোমহর্ষণ ব্যাপার!

হর্ষনাথ। কিন্তু আমার সব চেয়ে মনে আছে তুমি যে তারাসুন্দরীর পার্ট নিয়েছিলে, এমন সহজ স্বাভাবিক স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় আমি দেখিনি।

লোকেন। হাঁ লোকে খুব প্রশংসা করেছিল।

হর্ষনাথ। এবার আর একবার সেই রকম কর। তোমাকে মাঝে মাঝে মেয়ে সেজে ললিতের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হবে!

চন্দ্রনাথ। ব্যাপার কি বুঝিয়ে বলুন।

হর্ষনাথ। তুমি মেয়ে সেজে ললিতের সঙ্গে আলাপ করবে।

চন্দ্রনাথ। ও ধরতে পারবে না?

হর্ষনাথ। কিছুতেই নয়। ওকে চিনি কিনা! ও যদি আমাদের মত সাধারণ লোক হ'ত, ধরে ফেলতো! কিন্তু ও একে সাহিত্যিক, তাতে তরুণ। ওরা চর্ম্মচক্ষে জগৎটাকে দেখে না।

ওদের বিশ্বাস পৃথিবী বাইবেলের ইডেন বন, আর ওরা জোড়ায় জোড়ায় আদম আর ঈভ।

চন্দ্রনাথ। আমাকে বুঝি শয়তানের ছদ্মবেশে যেতে হবে? কিন্তু মুস্কিল কি জানেন, লম্বা চুল নিয়ে এরকম অকৃত্রিম অভিনয় বেশিক্ষণ করা বিপদ।

হর্ষনাথ। লম্বা চুলের কি প্রয়োজন। তোমার তো বব্‌ড্ চুল দেখছি। আজকাল বাঙালী মেয়েরাও ও রকম করছে।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু সেটা এখনো বেশি চল হয় নি।

হর্ষনাথ। ওতেই ললিত মজবে আরো বেশি। অদ্ভুত কিছু দেখলে তরুণরা ক্ষেপে ওঠে। তোমাকে সাজতে হবে জীবন-বীমার এজেন্ট। ওই সূত্রে ওর সঙ্গে পরিচয় কর্‌ গিয়ে।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু কতদিন এ রকম চালাতে হবে?

হর্ষনাথ। বেশিদিন নয় ভাই। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে মণিকার সঙ্গে ওর মনোমালিন্য ঘটিয়ে দেব, তার পরে তোমার ছুটি!

চন্দ্রনাথ। কিন্তু দিনের আলোয় জীবনবীমার এজেন্ট হয়ে মেয়ে সাজা কি পুরুষের পক্ষে মানাবে?

হর্ষনাথ। কেন মানাবে না! দিনে দিনে মেয়ে-পুরুষের মধ্যে ভেদ কমে আসছে। জীবনবীমার এজেন্ট তো দূরের কথা, তোমাকে হকিখেলোয়াড় কি মুষ্টিযোদ্ধা সাজালেও ক্ষতি ছিল না। অত আলোচনায় কাজ কি, পাশের ঘরে শাড়ী-ব্লাউজ সব ঠিক করে রেখেছি, চট করে সেজে এসো তো দেখি কেমন দেখায়!

চন্দ্রনাথের প্রস্থান

লোকেন। বড় বিপজ্জনক রাস্তায় চলেছ হে। ধরা পড়লে মুস্কিল হবে।

হর্ষনাথ। কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ।

কোনো ভয় নেই। কেউ সন্দেহ করবে না, আর যদি তেমন বেগতিক দেখি তবে ওকে চট করে সরিয়ে নিলেই হবে।

জনৈক ভিখারী গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

হর্ষনাথ। ওহে বাপু, এখন ব্যস্ত আছি, সরে পড়।

ভিখারী। বাবা, তোমরা না দিলে—

হর্ষনাথ। যাক্ আর বকিও না—এই নাও একটা পয়সা। গানটান গাইতে হবে না।

লোকেন। পাগল হ'য়েছ হর্ষনাথ? পয়সা দিলে—একটু খাটিয়ে নাও। গাও হে শোনা যাক্।

ভিখারীর গীত

বল ভাই হরি হরি, প্রেম ক'রে ভাই হরি বল ;
নামে প্রাণ উথলে, পাষাণ গলে,
প্রেম-রসে নাম ঢল ঢল।
অনুরাগে বল রে হরি নাম,
প্রেমরসে প্রাণ ভাস্‌বে অবিরাম,
হৃদয়-মাঝে উদয় হবে ত্রিভঙ্গিম শ্যাম,
ছার বাসনা যাবে দূরে করবে না আর ছল ;
নামের গুণে প্রাণ হবে শীতল।
হরি নাম কেন ভোল।

ভিখারী।—জয় হোক্ রাজা বাবা!

প্রস্থান

স্ত্রীবেশধারী চন্দ্রনাথের প্রবেশ

বাঃ বাঃ বেশ মানিয়েছে। না জানলে আমরাই তোমাকে মেয়ে বলে ভাবতাম।

লোকেন। তা বটে, চিনবার উপায় নেই।

চন্দ্রনাথ। ললিতবাবুর দেখা কোথায় পাওয়া যাবে?

হর্ষনাথ। সুরদাসবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই সে যায়। আর দেখ, তোমার চোখে ভাল এক জোড়া চশমা এবং হাতে ছোট একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রনাথ। এখন থেকে আমার নাম হ'ল পুনর্ণবা।

হর্ষনাথ। বা, নামটি বেশ হয়েছে। ওরা ওইরকম একটা অদ্ভুত নাম পছন্দ করে। তবে চল আর দেরী নয়, সুরদাসবাবুর বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক।

চন্দ্রনাথ। চলুন, কিন্তু বেশি দিন আমাকে এ বৃহন্নলার ছদ্মবেশে রাখবেন না।

হর্ষনাথ। আরে না, না, অর্জ্জুন ছিল এক বছর, তোমাকে এক সপ্তাহেই ছুটি দেব।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঋণশোধের বিদ্যালয়

সনৎকুমারের বাটির একটি কক্ষ; ইস্কুলের মত সাজানো; বেঞ্চি ও টেবিল; মাষ্টারের বসিবার জন্য উচ্চ চেয়ার ও টেবিল; ব্ল্যাকবোর্ড; গ্লোব; পেটা ঘড়ি ঝোলানো; একদল ছাত্র, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ইতস্তত বসিয়া পরস্পরের সঙ্গে গল্প করিতেছে; ক্লাস এখনো আরম্ভ হয় নাই।

প্রেস ব্যবসায়ী। আচ্ছা, আপনার কাপড়ের ব্যবসা ফেল হ'ল কি করে?

বস্ত্রব্যবসায়ী। ফেল হয়নি তো, কেবল পরীক্ষা সুরু। আমি দোকান খুললাম, বলা বাহুল্য ধারে—

প্রেস ব্যবসায়ী। আহা সেটা বলে আর লজ্জা দেবেন না।

বস্ত্রব্যবসায়ী। তারপরে মহাজনের কাছ থেকে ধারে কাপড় নেওয়া সুরু; মহাজন উদার ধারে দেওয়াতে, আমি উদারতর ধারে নেওয়ায়; কাপড় যত টানি, দ্রৌপদীর শাড়ীর মত ততই আসে; ব্যবসা জমে উঠল। এতদিন আমার টান চলছিল, এবার ওদের টানবার পালা, তাই এসে এই ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি।

প্রেস-ব্যবসায়ী। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। প্রেস খুললাম, অর্ডার পেলাম অনেক, কবিতার বই আর হ্যাণ্ডনোটের ফরম, আমার তখনি বোঝা উচিত ছিল।

কাঁকুড়গাছির রাজা। অখিলবাবু, আপনার B. M. উপাধিটার অর্থ কি?

অখিলবাবু। B. M. কিনা ব্যাঙ্ক-মার।

কাঁকুড়গাছির রাজা। ওটা কি আমেরিকা থেকে আনিয়েছেন ?

অখিলবাবু। না, এদেশের অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক সিণ্ডিকেট থেকে দিয়েছে।

কাঁকুড়গাছির রাজা। ব্যাপার কি বুঝিয়ে বলুন তো।

অখিলবাবু। নূতন ব্যাঙ্ক খুললেই গভর্ণমেণ্টে রেজেষ্ট্রী করতে হয়। সেই অফিসের এক কেরানীর সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত আছে, সে আমাকে নূতন ব্যাঙ্ক খুললেই তার ঠিকানা দেয়, আমি প্রথমেই গিয়ে বলি—আসুন একটা লেন-দেনের সম্বন্ধ স্থাপন করা যাক্। ধারের খাতায় প্রথম আমার নাম। আর রাজা বাহাদুর, বাপমায়ে নামও রেখেছিল অকার দিয়ে—অখিলানন্দ আইচ। ইংরেজি বাংলা যে ধরণেই নাম লেখ আমার স্থান স্বভাবতই প্রথমে।

কাঁকুড়গাছির রাজা। কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে নিয়েছেন ?

অখিলবাবু। তার চেয়ে কোন কোন ব্যাঙ্কে নিই নি বলা সহজ; তবে সংক্ষেপে এই জেনে রাখুন, পূবে লুসাই পাহাড়ের আইজল নেটিভ ব্যাঙ্ক, উত্তরে সদিয়া-পাশিঘাট মিলিটারি ব্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ করে—

কাঁকুড়গাছি। ও সব জায়গার নাম তো শুনিনি।

অখিলবাবু। শুনবেন কেমন করে! পূবে এবং উত্তরে ও দুটো জায়গা বৃটিশ রাজত্বের শেষ সীমা, ওর পরেই পা বাড়ালে স্বাধীন রাজ্য। দেখুন না আমার এই ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্কিং ম্যাপখানা!

ম্যাপ বাহির করণ

এই ম্যাপের কোথায় কোন ব্যাঙ্ক, দেখুন লেখা আছে।

কাঁকুড়গাছি। দু'চারটে কালো অক্ষরে, বাকি সব লালে কেন ?

অখিল। কালো অক্ষরের ব্যাঙ্ক থেকে এখনো নিইনি, লালগুলো থেকে ধার নিয়েছি।

কাঁকুড়গাছি। এই এ-ত গুলো থেকে, আপনি নমস্য ব্যক্তি।

অখিলবাবু। এখনি কি হয়েছে রাজাবাহাদুর ; সব লাল হো যায়গা, একটিও কালো থাকবে না। তখন দেখবেন আমার এই ভারতবর্ষের মানচিত্র অবিমিশ্র রক্তপ্রদীপের দীপালিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।

কাঁকুড়গাছি। অর্থাৎ লালবাতি জ্বালবে ? আচ্ছা অখিলবাবু, আপনার asset কি ?

আখলবাবু। পঞ্চতন্ত্র পড়েছেন ? দ্বৌ বাহূ তৃতীয়শ্চ খড়্গঃ [কিছুক্ষণ পরে] হাঁ, আর একখানা মোটর আছে।

কাঁকুড়গাছি। ওটার কথা ভুলেই গিছলেন ?

অখিলবাবু। ভুলেছি কি আর সাধে ! আইনত ওটা আর আমার থাকবার কথা নয়। কিস্তির টাকা দিতে না পারায় ওটা বাজেয়াপ্ত হবার কথা।

কাঁকুড়গাছি। এখনো করেনি ?

অখিলবাবু। পুলিস ডাকতে গেছে ! বুঝলেন না, ওখানা নানা ভাবে সাতাশ জন পাওনাদারের কাছে বাঁধা রেখেছি। এখন দখল নিতে গেলে সাতাশ জনে মারামারি বেধে যাবে ; ওর মধ্যে আবার হিন্দু মুসলমান আছে, পুলিস কমিশনার ভয়ে অনুমতি দিচ্ছে না।

কাঁকুড়গাছি। আচ্ছা এত যে নিচ্ছেন, শোধ করবেন কবে ?

অখিলবাবু। [বিস্মিত ভাবে লাফাইয়া উঠিয়া] কি বললেন, শোধ ! শোধ করা ! রাজা বাহাদুর, আপনি বনেদী বংশের লোক,

আপনার কাছ থেকে এমন কথা আশা করিনি। ভালো উকীলে বলে খুন করে ফেলো, তবু জখম করো না। তেমনি শোধ করবার ন্যূনতম ইচ্ছা থাকলে কখনো ধার করবেন না; ধার করবেন ওটাকে নিজের টাকা ভেবে। বাঙালীর অভিধান থেকে শোধ শব্দ আমি তুলে দেবো।

কাঁকুড়গাছি। তবে আপনি এই স্কুলে ভর্তি হয়েছেন কেন?

অখিলবাবু। আমি একই ব্যাঙ্কে, একই টাকার জন্যে একাশি জন পাওনাদারকে চেক দিয়েছিলাম। ওরা ব্যাঙ্কে গিয়ে ডারবিনের Natural Selectionএর নিয়ম অনুসারে মারামারি বাধিয়ে দেয়; দুজন নিহত, সাতজন আহত, ব্যাঙ্কের কেরানী একজন মরেছে, ম্যানেজারের পকেট মারা গেছে, পুলিস থামাতে গিয়েছিল, তার কান কামড়ে দিয়েছে। এখন এসবের জন্য আমি দায়ী হ'ব কি না তাই জানতে এসেছি।

কাঁকুড়গাছি। অখিলবাবু, আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ! আপনার একখানা ছবি আমাকে দেবেন।

অখিলবাবু। ধারে?

মিঃ ব্রাউন। আমি বাংলা জানে।

ঢুধুরিয়া। হম্‌ভি বাংলা জানে; দেখো কেমন বোলতা হ্যায়।

মিঃ ব্রাউন। I repay debts; ইহার বাংলা কি আছে?

ঢুধুরিয়া। হামি শোধ না।

মিঃ ব্রাউন। Not শোডি; হামি ডার করি means I repay debt

ঢুধুরিয়া। ধারনা কিম্বা শোধনা; উহার একঠো হোবে।

মিঃ ব্রাউন। I'm sure ডার না; ask that gentleman. বাবু, what is the Bengali for repay?

অখিলবাবু। There's no such word for it in Bengali.

মিঃ ব্রাউন। D-d lucky.

ছুধুরিয়া। সালে ভগবান্! বাংলাকো রাষ্ট্রভাষা বনায়ে গা।

মিঃ ব্রাউন। I have a new interpretation of the Bible, I think, Original Sin means paternal debt.

অখিলবাবু। Might be, Jesus was a Jew.

মিঃ ব্রাউন। D-d godly. বাঙালীর মটন এমন ইণ্টেলিজেণ্ট জাটি ডেখে নাই।

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ক্লাসের ঘণ্টা পড়িল; যে যাহার সীটে নোট বই লইয়া বসিল; সনৎকুমার রেজিষ্টার-বহি হাতে প্রবেশ করিল; সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল

সনৎকুমার। Take your seats.

রেজিষ্ট্রিকরণ।

রাজাবাহাদুর, কাঁকুড়গাছি—	Present Sir
অখিলচন্দ্র আইচ্. B. M.	Yes Sir
রজনীকান্ত, প্রেসম্যানেজার	Here Sir
বনোয়ারী লাল, বস্ত্রব্যবসায়ী	Present Sir
মিঃ ব্রাউন—	Here Sir
ছুধুরিয়া—	ইধার হ্যায়
মোহনলাল	Yes Sir
মহাদেব কুমার—	Here Sir
সুরেশ্বর দাস—	Present Sir

সনৎকুমার। ধার শোধের নামতা আবৃত্তি কর দেখি।

ছাত্রগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাক-নামতা পড়িতে লাগিল, রাজাবাহাদুর সর্দার-পোড়ো, সে আবৃত্তি করে, সকলে সমস্বরে তাহার অনুসরণ করে।

ছাত্রগণ। ধার এক্কে ধার
কে—করে তোয়াক্কা কার॥
ধার দুগুণে ধার
হও—একটু হুঁসিয়ার॥
তিন ধারে ধার
করো—মিঠা বচন সার॥
চারধারে ধার
হও—মালিক বেনামদার॥
পাঁচ ধারে ধার
খোলা—আদালতের দ্বার॥
ছয় ধারে ধার
দাদা, খত বদলে সার॥
সাত ধারে ধার
কর—কিস্তিবন্দী তার॥
আটধারে ধার
কে—কিস্তি দেয় কার॥
নয়ধারে ধার
হোক—বডি ওয়ারেণ্ট বার॥
দশ ধারে ধার
দাদা—হওগে পগাড় পার॥

সনৎকুমার। বেশ। বস সকলে। পড়া তৈরী করেছ? আচ্ছা, তুমি বল রাজাবাহাদুর, জগতে কয়টি জাতি?

রাজাবাহাদুর। দুটি মাত্র মূল জাতি, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ।

সনৎকুমার। Very good। তুমি বল অখিলচন্দ্র, বনেদী বংশের লক্ষণ কি ?

অখিলচন্দ্র। যাহারা সুযোগ পাইলেই ধার করে; প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক।

সনৎকুমার। Very good, তুমি রজনীকান্ত, ধার কখন বনেদী হয় ?

রজনীকান্ত। সুদ যখন আসলের বেশি হয়।

সনৎকুমার। বেশ। মিঃ ব্রাউন, ধার ও চুরির মধ্যে প্রভেদ কি ?

ব্রাউন। Me Sir ?

সনৎ। Yes.

ব্রাউন। ব্যকটিগট ডারকে চুরি বলে and জাটিগট ডারকে কহে ডার, because কোনটাই কেহ্ শোড করে না, যেমন National Debt.

সনৎ। No.

ব্রাউন। Yes Sir, আপনি ইউরোপের ইটিহাস পড়িয়াছেন না।

সনৎ। You, ঢুধুরিয়া।

ঢুধুরিয়া। ধার করিলে খাতা বদলাইতে হয়, চুরি করিলে নাম।

সনৎ। No.

ঢুধুরিয়া। আপ্‌ তো Sir, মাড়োয়ারীকো উজ্জ্বল ইতিহাস অবগত নেই আছেন।

সনৎকুমার। You অখিলচন্দ্র ?

অখিল। যে টাকা বলিয়া লওয়া হয়, তাহা ধার, আর যাহা না বলিয়া লওয়া হয় তাহা চুরি। দুটারই পরিণাম সমান, কেবল গ্রহণের প্রথা বিভিন্ন।

সনৎ। There you are. চুরি নির্বোধে করে, ধার করিতে বুদ্ধির দরকার। চুরির বৈজ্ঞানিক নাম ধার।

হুধুরিয়া ও ব্রাউন। বাঙ্‌গালী লোক বহুৎ scientific আছে।

সনৎ। পাওনাদার আসিলে কি উপায়ে তাহাকে ঠেকাইতে হয়? কে পার? You, you, you, nobody!

বস্ত্রব্যবসায়ী। খাটের তলে লুকাইতে হয়।

সনৎ। এ কথা শিখবার জন্য স্কুলে আসবার দরকার নেই। Disgrace!

রজনীকান্ত। পাওনাদার আসিবামাত্র তাহাকে টাকা চাহিবার সময় না দিয়া সে যত টাকা পায় তাহার অন্তত দ্বিগুণ টাকা চাহিয়া বসিবে।

সনৎ। That's good. আচ্ছা বাড়ীতে করবার জন্য task লিখে নাও।

(১) Solve the equation—

Income 0 = 365 days + (leap year 1 day)

(২) Write an essay on জগতে অর্থ অনেক, ধার করিবার জন্য জীবন ক্ষুদ্র ; on the model of Art is long, Life is short.

এবার তোমরা স্থির হ'য়ে বসে আজকার বক্তৃতা শোন; নোট করে নিতে ভুলো না।

সকলে নোট বই লইয়া প্রস্তুত হইল

সনৎকুমার। ছাত্রগণ, তোমরা এইমাত্র শুনিলে জগতে দুটি মাত্র মূল জাতি, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ। জগতের ইতিহাস পড়িলে জানিতে পারিবে, চিরদিন এই দুই জাতির মধ্যে বিবাদ চলিয়া

আসিতেছে। উত্তমর্ণগণ নিজেদের স্বার্থের জন্য অধমর্ণদিগকে বরাবর ধিক্কার দিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাতে অধমর্ণদিগের লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই, যেহেতু কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে ধার করিবে না এমন বিধান নাই। যীশুখৃষ্টের দশ আদেশের মধ্যে ঋণ করিবে না, এমন কোনো বিধান আছে?

ব্রাউন। My Lord, মহা সট্য কঠা। Let me note.

সনৎ। কিন্তু তিনি স্বয়ং য়িহুদি ছিলেন বলিয়া নিজের class interestএর জন্য ঋণ করিবে না, এমন কথা না বলিলেও, ঋণ করিবে, ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই। বোধ হয় তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা ছিল, এবং সেই জন্যই Judas তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল!

ব্রাউন। My lord. বাইবেলের নূটন ব্যাখ্যা।

সনৎ। কিন্তু সনাতন হিন্দু ঋষিগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, মহর্ষি চার্ব্বাকের সেই হৃদয়সান্ত্বনাকারী বচন—

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

ঢুণ্ঢুরিয়া। তবে তো হমাকে ঘৃতের ব্যবসা ছোড়তে হোবে।

সনৎ। ছাত্রগণ, উত্তমর্ণগণ নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য Economics নামে এক শাস্ত্র রচনা করিয়াছে, যাহাকে আমি বলি a science of selfishness। এতদিন পরে অধমর্ণদিগের স্বার্থ-রক্ষার জন্য আমি এক শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহার নাম Debtology, যেমন Philology, Geology, Theology, Geneology, তেমনি debt সম্বন্ধে বিজ্ঞান Debtology। এই শাস্ত্রের সাহায্যেই ধনী ও ঋণীর মধ্যে সাম্য স্থাপিত হইবে।

রাশিয়াতে এইরূপ সাম্য স্থাপনের নাম লেলিনাইজ করা, কারণ উহা লেলিন নামক এক ব্যক্তির আবিষ্কার। কিন্তু তাহাতে অনেক বিঘ্ন। আমরা রক্তপাতের মধ্যে যাইব না, রাজার আদালতের সাহায্যেই এই ধনসাম্যবাদ স্থাপিত হইবে।

ব্রাউন। I say, sir, ইহা যে ক্রমে সিডিশনের মট শোনাইটেছে।

সনৎ। Never mind! স্বয়ং ভারতসম্রাট ইংলণ্ডেশ্বরের বহু বহু কোটি পাউণ্ড ঋণ। তিনিও মনে মনে চরম ধনসাম্যবাদী। আমরা যদি এই উপায় আবিষ্কার করিতে পারি তবে তিনি loyaltyর পুরস্কার স্বরূপ আবিষ্কর্ত্তাকে—

ব্রাউন। Chancellor of the Exchequer?

সনৎ। না, ততখানি তিনি সাহস করিবেন না। তবে নাইটহুড দিতে পারেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধমর্ণ ও সম্ভাবিত অধমর্ণ-দিগকে ঋণ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। এই উপায়ে উত্তমর্ণদের ঘরের টাকা, হুণ্ডি, হ্যাণ্ডনোট, মর্গেজ, জামিনের আইনসঙ্গত পথ বাহিয়া ক্রমে আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এরূপ হইলে দেখিতে পাইবে যে-টাকা উত্তমর্ণদের ঘরে অকারণে পড়িয়া আছে, তাহা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া ধনী ঋণী উভয়ের ঘরে বিস্তারিত হইয়া জগতে ধনসাম্যের সত্যযুগের সৃষ্টি করিবে। আমরা বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ ইহা ব্যর্থ করিয়া দিব, আমরা বলিব—দেনায়াং বসতে লক্ষ্মীঃ—

ব্রাউন। Wonderful!

অখিল। তাহলে আমি একজন বড় ধনসাম্যবাদী। অনেকের ধন নিজের ঘরে এনে সাম্য স্থাপন করছি।

রাজা বাহাদুর। আমরা তিন পুরুষ থেকে—

একে একে পাওনাদারগণের প্রবেশ—চাল, ডাল, নুন, তেল,
দুধ, বস্ত্র, মোটর ইত্যাদি

বস্ত্র। সনৎবাবু, আর কতদিন ঘোরাবেন ?

তেল। মশায় তেল দিয়ে এত সাধা যায় না।

মোটর। এইযে অখিল বাবু, আপনি এখানে—আপনার টাকা ?

দুধ। ব্রাউন সাহেব, গয়লার ধার রাখবেন না।

চাল। বাঃ রে রাজাবাহাদুর! ভালই হয়েছে, টাকা-টা ?

ডাল। বাঃ, সকলকে একস্থানে পাওয়া গেছে, এমন সুযোগ হয় না। দিন, টাকাগুলো দিন।

ব্রাউন। Sir, Debtology দ্বারা রক্ষা করুন।

সনৎ। কোনো ভয় নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনাদেরও একসঙ্গে পাওয়া গেছে। প্রত্যেককে আর স্বতন্ত্র ভাবে বলতে হবে না। এস ছাত্রগণ, আমাদের যা বক্তব্য আছে তা সমস্বরে বলা যাক্।

সনৎকুমারকে অনুসরণ করিয়া ছাত্রগণের গান

সনৎকুমার ও ছাত্রগণ।

ধার আর মার ভিন্ন নহে গো
লোকে করে শুধু ভুল ;
পাপীরে তরাতে যুগল তরণী
এক শাখে দুটি ফুল।
যাহা ধারে পাবে তখনি লইবে
নুন, তেল, চাল, ডাল ;
ঈষৎ হাসিয়া তেরছ নয়নে
বলিবে দামটি কাল।

মূর্খ দোকানী অর্থ না বুঝে
পর দিন আসে যদি,
আবার বলিবে কাল এসো সখা,
কাল সে যে নিরবধি।

পাওনাদারগণ। [সমস্বরে]
"ভুল করেছিনু, সখা, ভুল ভেঙেছে।"

দেনদারগণ। হ্যাণ্ডনোটে ধার ধারের সে রাজা
স্বাক্ষরে নাহি দুখ।
কালির আঁচড়ে টাকা মেলে যদি
নেবে না কে অজ-বুক্।
মরগেজে ধার বনেদী প্রথা সে
বাঁধা দাও পাঁচবার;
এক-ই জমির পাঁচটি মালিক
যেন—পাঁচ স্বামী কৃষ্ণার।
মানুষ জামিনে ধার যদি পাও
নিয়ো তা, করো না ভয়,
কারণ মানব নহে গো অমর
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
আদালতে যদি টেনে নিয়ে যায়
নিক্, ভয় পাবে নাকি?
ভাল দেখে এক উকীল লাগিয়ো
—তবে তাহারেও দিও ফাঁকি!

পাওনাদারগণ। [সমস্বরে]
"ভুল করেছিনু, সখা, ভুল ভেঙেছে।"

দেন্দারগণ। শুধু কাবুলীর কাছে করোনাকো ধার
সে বড় নীরস মাটি,
স্থানে অস্থানে বের করে বসে
কাবুলী বাঁশের লাঠি।
কেবা ঋণী আর কেবা দেন্দার
বুঝিনে ভবের ভাও,
জগৎ মিথ্যা—সে জগতে ঋণ
কাজেই মিথ্যা তাও॥

পাওনাদারগণ। [সমস্বরে]
"ভুল করেছিনু, সখা, ভুল ভেঙেছে।"

দেন্দারগণের কোরাস

তবে, ধার করে নে, মনের সাধে
জীবন ক'টা দিনই
যদি, শুধ্‌তে নারিস্‌ লজ্জা কিসের
রইবি চির ঋণী॥

দেন্দারগণ পাওনাদারদের প্রতি মাথা ঈষৎ
নত করিয়া

মোরা রইনু চির ঋণী
মোরা রইনু চির ঋণী॥

পাওনাদারগণ। [সমস্বরে]
দেন্দারগণের প্রতি মাথা ঈষৎ নত করিয়া
"ভুল করেছিনু, সখা, ভুল ভেঙেছে"।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বরদাসবাবুর বৈঠকখানা ; দু'তিনজন আধা ভদ্রলোক
বসিয়া আছে

১ম ব্যক্তি। বুড়োর আবার এ কি সখ ভাই ?

২য় ব্যক্তি। এটা আর বুঝলিনে ! বুড়োর বক্তৃতা দেবার বাতিক, কিন্তু কেউ তার বক্তৃতা শুনতে চায় না। আগে ওকে সভাপতি করতো, এখন কেউ ডাকে না, তাই পয়সা দিয়ে লোক ধরে বক্তৃতা করে।

১ম ব্যক্তি। তাই আমাদের আগমন ! যাক্ বড়লোকদের এরকম নিরীহ সখ হলে গরীবরা টাকাটা সিকেটা পায়।

২য় ব্যক্তি। কিন্তু পয়সার লোভেও যে আর বেশি দিন আমার ধৈর্য্য থাকবে তা মনে হয় না। ঐ বুড়ো আসছে, সংযত হ'য়ে বোস।

স্বরদাসবাবুর প্রবেশ

স্বরদাসবাবু। এই যে আপনারা এসেছেন। আজ আপনাদের কাছে আমি গোজাতি পালন সম্বন্ধে বক্তৃতা করবো।

—এই যে সনাতন দেশ, যাহার আধুনিক নাম ভারতবর্ষ, পৌরাণিক নাম জম্বুদ্বীপ, যেখানে জীবে আর শিবে প্রভেদ করা হয় না, যেখানে মানবকে দেবত্ব এবং পশুকে মনুষ্যত্ব দান করা হইয়াছে, যেখানে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা প্রভৃতি নির্জ্জীব জড়পিণ্ডকে প্রাণবান্‌রূপে কল্পনা করা হইয়াছে, আমরা সেই দেশের সন্ততি।

২য় ব্যক্তি। মশায় বলবেন বল্লেন গো জাতি সম্বন্ধে, আর বক্তৃতা করছেন আমাদের সম্বন্ধে।

সুরদাসবাবু। একেই বলে আর্ট। সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যেখানে সীতা সাবিত্রী কুন্তী দময়ন্তী লীলা খনাবতী, গার্গী মৈত্রেয়ী এবং—

হর্ষনাথ ও বৃদ্ধের-ছদ্মবেশী সনৎকুমারের প্রবেশ

—এই যে আপনারা এসেছেন, আপনি বুঝি সেই বনগ্রাম কৃষক সম্মিলনীর পক্ষ থেকে—

হর্ষনাথ। না, ইনি—

সুরদাসবাবু। ওঃ বুঝেছি নিখিলভারত কুকুররক্ষা সমিতির—

হর্ষনাথ। না, না, ইনি—

সুরদাস। আচ্ছা যেখান থেকেই আসুন; আমার গোজাতি সম্বন্ধে বক্তৃতাটা শুনুন!

হর্ষনাথ। ইনি মঞ্জরীর নূতন গানের শিক্ষক। এঁকে আগে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন, তাব পরে বক্তৃতা হবে।

সুরদাস। তা বটে; আচ্ছা আপনারা পাশের ঘরে গিয়ে বসুন; আমি সেখানে যাচ্ছি।

দু' তিন জন ব্যক্তির প্রস্থান

হর্ষনাথ, এঁকে সমস্ত বলেছ?

হর্ষনাথ। আজ্ঞে হাঁ। ইনি বড় ভালো লোক।

সুরদাস। আপনি তাহলে শুনেছেন, আগে যে গান শেখাতো তাকে ছাড়িয়ে দিলাম কেন?

সনৎকুমার। সব শুনেছি। বেশ করেছেন। গান শেখাতে এসে অন্য কিছু শেখান বড়ই অন্যায়।

সুরদাস। ঠিক বলেছেন। সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আমার একটা বক্তৃতা তৈরী আছে।

সনৎ। বেশ কালকে শুনবো। সেই ছোকরার মত আমাকে দিয়ে বোধ করি ভয় নেই ?

সুরদাস। আরে, না, না, আপনার মত উদার—

সনৎ। উদার টাকসম্পন্ন বৃদ্ধের—

সুরদাস। আহা কি যে বলেন—

সনৎ। মিথ্যা বলছি! চুল তো আমার নেই বল্লেই হয়, যে দু'চার গাছা আছে, তা বার্দ্ধক্যের নিশানের মত ঝুলছে।

সুরদাস। আচ্ছা আপনারা বসুন। আমি মঞ্জরীকে ডেকে আনি। সে আবার সনৎকে আস্‌তে দেওয়া হবে না শুনে বেঁকে বসেছে, গান শিখবে না।

সুরদাসবাবুর প্রস্থান

হর্ষনাথ। মাষ্টার মশাই, আপনার হাতেই এখন প্রাণ। আপনাকে তো সবই খুলে বলেছি। সনতের সঙ্গে প্রেমের পাল্লায় কিছুতেই না পেরে সুরদাসবাবুকে দিয়ে তাড়িয়েছি। কিন্তু তাতেও ভরসা হচ্ছে না। আপনি গান শেখাবার সময় মাঝে মাঝে আমার প্রশংসা করবেন ; ওর মনটা যাতে আমার প্রতি সদয় হয়।

সনৎ। হর্ষনাথবাবু, আমাকে যে আপনি বিশ্বাস করে সব কথা বলেছেন এতে আমি যথার্থ ই সুখী হয়েছি। আপনার মত গুণী ব্যক্তির যদি মঞ্জরী দেবী সম্মান না করতে পারেন তবে সেটা কি আপনার দুর্ভাগ্য ?

হর্ষনাথ। আপনি প্রকৃত উদার ব্যক্তি। বিয়েটা হ'য়ে গেলে আপনাকে পেন্‌শনের ব্যবস্থা করে দেব।

সনৎ। তার চেয়ে বুড়ো মানুষকে যদি একখানা বাড়ী দান করেন।

হর্ষনাথ। বেশ তো, বিয়েটা হলেই ঋণের জন্য সনতের বাড়ীটা কিনে নিয়ে আপনাকে দেব।

সনৎ। আপনার কথায় এমনি আশ্বস্ত হলাম, মনে হচ্ছে, সে বাড়ীটা এখনি আমার হয়েছে।

হর্ষনাথ। আর মাঝে মাঝে সনতের নিন্দা করবেন, যাতে মঞ্জরী ওর উপরে রাগ করে।

সনৎ। দেখুন রাগটা ভাল নয়, ওর থেকে অনেক সময়ে অনুরাগ জন্মে থাকে।

হর্ষনাথ। তবে ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা যা হয় একটা জন্মে দেবেন!

সনৎ। আমি দেখছি সনতের আর কোনো আশা নেই।

হর্ষনাথ। আবার আশা! আমি যদি তাকে কখনো ইচ্ছা করে' এ বাড়ীতে ডেকে না আনি, তবে আর এখানে আসবার তার কোনো আশা নেই!

সনৎ। তবে তাকে মাঝে মাঝে এখানে আনবেন মনে হচ্ছে!

হর্ষনাথ। আমি আনবো! পাগল হয়েছেন? আপনি বৃদ্ধ হলেও মনটি এখনো আপনার বৃদ্ধের মত কুটিল হয় নি! ওইযে ওরা আসছেন, আমার কথা মনে থাকে যেন।

সুরদাসবাবু, মঞ্জরী ও তাহার কুকুর টমের প্রবেশ

সুরদাস। গান শিখবে না? কেন শিখবে না শুনতে চাই!

মঞ্জরী। মাথা ধরেছে।

সুরদাসবাবু। মাথা ধরেছে! সেই হতভাগাটাকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে কেবলি মাথা ধরছে! বলুন তো মাষ্টার মশাই, এটা প্রেম নয় তো কি?

সনৎ। প্রেমও হ'তে পারে আবার জলের দোষও হ'তে পারে।

সুরদাস। না, না, আমি মেয়েমানুষের মন বুঝি, বুঝলে, ওসব কথা ভুলে গিয়ে এর কাছেই তোমাকে গান শিখতে হবে।

মঞ্জরী। আমি গান শিখবো না।

সুরদাস। একশো বার শিখবে। মাষ্টার মশাই, আরম্ভ করুন।

সনৎ। দেখুন, ওঁর মনটা ভালো নেই। আপনারা যান, দু'চারটে গান গাইলেই সব ভালো হয়ে যাবে।

সুরদাস। চল হর্ষনাথ, আমরা যাই। হাঁ, ভাল কথা, মাষ্টার মশাই, ওকে আধ্যাত্মিক গান শেখাবেন; ওসব গজল, টপ্পা চলবে না!

হর্ষনাথ। সে সব আমি বলে দিয়েছি।

সুরদাসবাবু ও হর্ষনাথের প্রস্থান

সনৎ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; মঞ্জরী অন্তদিকে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল

সনৎ। ঘুরে বসে গান শিখুন।

মঞ্জরী। না, আমি শিখবো না, আপনি যান।

সনৎ। আপনি না শিখলে আমার চাকুরী যাবে, খাব কি?

মঞ্জরী। সে আমি কি জানি! বিরক্ত করবেন না।

সনৎ। আপনি সনৎ বাবুর কাছ থেকে গান শিখবেন? কিন্তু হর্ষনাথবাবুর তাতে যে আপত্তি।

মঞ্জরী। ব'য়ে গেল!

সনৎ; কিন্তু তাঁর মত উদার, বদান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে অবহেলা করা কি—

মঞ্জরী। আপনি কি তাঁর হ'য়ে ওকালতী করবার জন্ত এসেছেন?

সনৎ। না, গান শেখাতে এসেছি। কিন্তু গান যখন শিখবেন না, কাজেই—

মঞ্জরী। আপনি ঘুষ খেয়েছেন।

সনৎ। হ্যাঁ, সেই জন্যেই বলছি, হর্ষনাথকেই আপনার বিয়ে করতে হবে।

মঞ্জরী। কি, এত বড় কথা! আপনি যান এখান থেকে! যাবেন না? আমি চল্লাম।

দ্বার খুলিতে নিযুক্ত

সনৎ হঠাৎ গোঁফ, দাড়ি, টাক খুলিয়া

সনৎ। একবার দেখুন তো!

মঞ্জরী সনৎকে চিনিয়া বিস্মিত

মঞ্জরী। একি, তুমি? আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

সনৎ। চুপ কর; নিজবেশে তো আসা নিষেধ, তাই মাষ্টারের ছদ্মবেশে এসেছি।

মঞ্জরী। কি সর্ব্বনাশ, যদি ধরে ফেলে?

সনৎ। কে ধরবে? তুমিও তো পার নি।

মঞ্জরী। সত্যি আমি কি বোকা! মাগো!

সনৎ। যদিও বিনয় করে' বল্লে তবু কথাটা সত্য।

মঞ্জরী। কিন্তু এরকম করে কতদিন চলবে?

সনৎ। সে সব ভাবনা আমার; তুমি লোকের সম্মুখে আমাকে মাষ্টার বলেই মনে ক'রো।

মঞ্জরী। কিন্তু যতক্ষণ এই ঘরের মধ্যে থাকবে, তোমার চুল দাড়ি খুলে রাখতে হবে।

সনৎ। সে হবে এখন! ওই শোন কে যেন আসছে।

ছদ্মবেশ ধারণ

হর্ষনাথ। (বাহির হইতে) মাষ্টার মশাই, দরজাটা একবার খুলুন তো।

দ্বার মোচন, হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। কই গান শেখাচ্ছেন না?

সনৎ। শেখাবো কি করে'—ওঁর মাথা এমনি ধরেছে যে কথাই বলতে পারছেন না।

হর্ষনাথ। মাথা ধরাটা সত্যি নয়। আসল কারণ জানি। আচ্ছা আমি সারিয়ে দিচ্ছি। মাষ্টার মশাই, আমি পাতিব্রত্যের প্রথম ভাগ বলে একখানা বই লিখেছি, তাতে পতিব্রতা স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ আছে। আপনি এটা ওকে পড়ে শোনান। আপনার মত গুণী বৃদ্ধের মুখ থেকে শুনলে কথা-গুলো ওর বিশ্বাস হবে।

সনৎ। তাতে আর সন্দেহ কি! এমন কি মাথাধরা ছেড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

হর্ষনাথ। শোনো মঞ্জরী, সংযত হ'য়ে বসো, অবধান কর।

সনৎ। কায়মনবাক্যে সদা পতিরে ভজিবে
নতুবা অনন্ত কাল নরকে মজিবে।

হর্ষনাথ। কায়মনবাক্যের ব্যাখ্যা যথা সময়ে করবো।

সনৎ। সতীত্ব রতন আহা কাঁচের খেলনা
হঠাৎ ভাঙিতে পারে বেশি নাড়িও না।

হর্ষনাথ। মাষ্টার মশাই, ওকালতী না করে কবিতা লিখলেও আমি shine করতাম।

সনৎ। অবশ্যই। পাঠ—

উত্তমর্ণ-সম জেনো পরপুরুষেরে
তোমার অমূল্য রত্ন নিতে পারে কেড়ে।

ধন মন দুই দ্রব্য সঁপিবে পতিরে
একমাত্র বন্ধু সেই সংসারের তীরে।

হর্ষনাথ। মাষ্টার মশাই, লাগছে কেমন?

সনৎ। আমি আর কি বল্‌বো! ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

মঞ্জরী। আমি গান শিখবো।

সনৎ। দেখেছেন, আপনার উপদেশ শুনে ওঁর মাথাধরা ছেড়ে গেছে, কোথায় লাগে স্মেলিং সল্ট!

মঞ্জরী। হর্ষনাথ বাবু, আপনি যান; মাষ্টারকে তো পয়সা দিতে হবে, সময় নষ্ট করে লাভ কি!

হর্ষনাথ। আপনার ব্যবসাবুদ্ধি দেখে অত্যন্ত সুখী হলাম। হাঁ বাপের মেয়ে বটে। মাষ্টার মশায় চল্লাম, দু'চারটে আধ্যাত্মিক গান শিখিয়ে দিন, যাওয়ার সময় একবার দেখা করে যাবেন।

হর্ষনাথের প্রস্থান; দ্বার বন্ধ করণ; ছদ্মবেশ মোচন

মঞ্জরী। আমি পারবো না।

সনৎ। কি পারবে না?

মঞ্জরী। এমন ছলনা করতে!

সনৎ। তাতে কি হয়েছে?

মঞ্জরী। কি হয়েছে, তুমি পুরুষ মানুষ কি করে বুঝবে? যে-সে এসে যা-তা বলে যাবে, একেবারে তোমার সম্মুখেই!

সনৎ। আড়ালে বল্লে বুঝি ভাল লাগে!

মঞ্জরী। দেখ ঠাট্টারও একটা সীমা আছে।

সনৎ। সত্যি বলছি, আমাকে যদি যে-সে মেয়ে এসে এমন করে বলে, তবে তো ভালই লাগে।

মঞ্জরী। তোমরা পুরুষ জাতটাই অমনি।

সনৎ। রাগ করো না লক্ষ্মী; চুপ করে রইলে যে, রাগ হ'ল ?

মঞ্জরী। তুমি কি বুঝবে আমাকে সারাদিন কি অপমান সহ্য করতে হয়! আবার দাদামশায়ও যেমন হয়েছেন! এমন তো ছিলেন না!

সনৎ। কয়েকদিন অপেক্ষা কর; আমি সুযোগ বুঝে সব কথা তোমার দাদামশায়কে বলবো।

মঞ্জরী। কি টাকা-ই না হয়েছিল; পোড়া টাকার জন্য এত দুঃখ আমার আর সহ্য হয় না। আমাকে তুমি এ অপমান অত্যাচার থেকে বাঁচাও।

সনৎ। মঞ্জরী, কটা দিন সহ্য করে থাকো। আমাকে তো বিশ্বাস কর, তবে ?

মঞ্জরী। ওইযে দাদামশাইর পায়ের শব্দ।

সনৎ। শীগগির আরম্ভ কর—

উভয়ের গান। মন তুমি কৃষি কাজ জান না

এমন মানব জনম রইল পতিত

আবাদ করলে ফলতো সোনা।

স্বরদাস বাবু (বাহিরে)। মঞ্জরী, মাথাধরা ছাড়লো ?

মঞ্জরী। ছেড়েছে দাদামশাই।

স্বরদাসবাবু (বাহিরে)। অহো, সঙ্গীতের কি মহিমা! মাষ্টার মশাই, যাবার সময় দেখা করে যাবেন। আপনাকে সেই বক্তৃতাটা শোনাবো।

সনৎ। আজ্ঞে শুনবো বই কি!

মঞ্জরী (মৃদুস্বরে)। কালকে দু'বেলা এসো।

সনৎ। নিশ্চয়ই। একটু ধৈর্য্য ধরে থেকো।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সুরদাসবাবুর বাটীসংলগ্ন উদ্যান

ললিত। হর্ষনাথবাবু আপনার কাছে আমি চিরঋণী রইলাম। মিস্ পুনর্ণবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার যে কি উপকার করেছেন, কেমন করে বলবো। এমন অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখিনি।

হর্ষনাথ। আমিও দেখিনি মশায়! ওঁর জন্য ছ'জন আত্মহত্যা করেছে, চারজন নরহত্যা করেছে, পাঁচজন ত্যজ্যপুত্র হয়েছে, দশজন কাণ্ড ভেঙেছে, ফিরিঙ্গিদের মধ্যে সতেরোটা ডিভোর্স হয়েছে।

ললিত। আমি কি তাহলে পেরে উঠবো?

হর্ষনাথ। বলেন কি মশায়? আপনার কথা স্বতন্ত্র। একটা গোপনীয় কথা বলছি, দেখবেন আপনি যেন আবার মিস্ পুনর্ণবাকে বলে দেবেন না। উনিও আপনার জন্য পাগল।

ললিত। আর আমাকে পাগল করবেন না, হর্ষনাথবাবু।

হর্ষনাথ। কিন্তু একটু বিঘ্ন আছে, মণিকা যদি জানতে পারেন?

ললিত। সে তো জেনে ফেলেছে; কিন্তু তা'তে হয়েছে কি?

হর্ষনাথ। না এমন কিছু নয়। ওইযে মিস্ পুনর্ণবা আসছেন, আমি চললাম।

সনৎ।

হর্ষনাথের প্রস্থান

ললিত। পুনর্ণবা, পুনর্ণবা, আহা কি সুন্দর নামটি! যেন মানুষটি মূর্ত্তি ধরে' এসে দাঁড়ালো—পুনর্ণবা! সেক্সপীয়র বলেছেন What's in a name! কিন্তু এযে নামেই সব, যেন তার আর সব ফাঁকি, সত্য কেবল ঐ নামটি। পুনর্ণবা! আর অর্থ কি, না পুনঃ পুনঃ নূতন, ফিরে ফিরেই নূতন! বাস্তবিক এ ক'দিন দেখছি কিন্তু কখনো পুরানো বলে মনে হয় না!

পুনর্ণবার প্রবেশ

এইযে আপনার আশাপথ চেয়ে ছিলুম। দেখুন, এইতো সবে সেদিন দেখা হ'ল, কিন্তু মনে হয় যেন কত জন্মের পরিচয়।

পুনর্ণবা। হবেই তো। বিদ্যাপতি বলেছেন, লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

ললিত। কবি ঠিক কথাই বলেছেন। লাখ লাখ যুগ, তবু সত্যি বলছি আপনার সত্য পরিচয় পেলাম না।

পুনর্ণবা। আমার সত্য পরিচয় যদি পান, দেখবেন আমাকে যা ভাবছেন তা নই।

ললিত। ঠিক বলেছেন। রবিবাবুর সেই কবিতাটি মনে পড়ছে, "শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।"

পুনর্ণবা। কবি কি কথাই না বলেছেন! আমি নিশ্চয় করে বলছি বিধাতা আমাকে নারী করে সৃষ্টি করেন নি।

ললিত। "অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা"।

পুনর্ণবা। এবার কিন্তু কবির ভুল, আমি ষোল আনাই কল্পনা।

ললিত। মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হয়।

পুনর্ণবা। কিন্তু সর্ব্বদা মনে হলে আমার পক্ষে বিপদ।

ললিত। সে কথা সত্যি। তাতে নারীত্বের অপমান।

পুনর্ণবা। শুধু অপমান নয়, নারীত্বের অবসান পর্য্যন্ত ঘটতে পারে।

ললিত। তা হতেই পারে, কারণ নারী তো একার সৃষ্টি নয়, সে যে—

"লজ্জা দিয়ে সজ্জা দিয়ে দিয়ে আবরণ
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।"

পুনর্ণবা। নাঃ, রবিবাবুকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে প্রকৃত গুণীর সম্মান করা হয়েছে। কার সাধ্য ছিল—সজ্জা, বসনভূষণ ছাড়া আমাকে নারী করে গড়ে? বাস্তবিক আমার স্বরূপকে এরা গোপন করেছে বলেই আমার নারীত্বের মূল্য।

ললিত। সত্যি বলছি সেই জন্যই আমি আপনাকে চোখ দিয়ে দেখি না।

পুনর্ণবা। দেখবেন না, দেখবেন না, দোহাই আপনার।

ললিত। আপনাকে আমি সাধারণ নারী বলেই মনে করি না।

পুনর্ণবা। যা বলেছেন, আমি একটু অসাধারণ তাতে সন্দেহ নেই।

ললিত। শুধু তাই নয়, আদর্শ নারীর যা দরকার, অর্থাৎ ভিতরে পুরুষের তেজ, এবং বাইরে নারীর কোমলতা, তা আপনার আছে।

পুনর্ণবা। এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য, আমার ভিতরটা সবই পুরুষের, এই বাহিরটাই নারীর।

এমন সময় বাহিরে সুরদাসবাবুর কণ্ঠস্বর

সুরদাস। যে দেশে দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী কুন্তী তারা মন্দোদরী খনা লীলাবতী মৈত্রেয়ী গার্গী—

ললিত। একটু বাইরে যাওয়া যাক, সুরদাসবাবু আসছেন। দেখা হলেই মুস্কিল!

উভয়ের প্রস্থান

সুরদাসবাবুর প্রবেশ

সুরদাস। খনা লীলাবতী মৈত্রেয়ী গার্গী—কই কেউ নেই? এখনি দেখলাম দু'জন লোক, গেল কোথায়? দেশের যে দিন দিন কি হচ্ছে! ভালো কথা কেউ শুনতে চায় না! যাই দেখি বাজারের দিকে।

প্রস্থান

মঞ্জরী ও মণিকার প্রবেশ

মঞ্জরী। তোকে বেড়াতে ডেকে এনে আচ্ছা বিপদে পড়লাম। দুজনে কথা বললেই প্রেমালাপ হবে—কি মুস্কিল।

মণিকা। দেখ, মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মেছি, চোখে আর সব ভুল দেখতে পারি, কিন্তু ওই সময় কখনো ভুল হয় না—তুই বল! তোর কাছেও তো সনৎবাবুর আসা বন্ধ করে দিয়েছে!

মঞ্জরী। সে কথা সত্যি ভাই। ললিতবাবুর অদৃষ্টে সুখ থাকলে তোর ভালবাসা ফেলে অন্য কোথাও যেত না।

মণিকা। না, না, এমন কথা বলিসনি, যার যেখানে সুখ, সে সেখানে যাক।

মঞ্জরী। তবে তুই ভুগতে থাক।

মণিকা। মেয়েমানুষের সুখেও ভয়, দুঃখেও ভয়। চল, আমার এখানে একটুও ভাল লাগছে না।

উভয়ের প্রস্থান

মেজর গুপ্তর প্রবেশ

মেজর গুপ্ত। না, সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেল! শেষে কি প্রেমেই পড়লাম! কি আপদ! কিন্তু নামটার মধ্যে মোহ আছে, পুনর্ণবা! এমন নাম শুনিনি! জীবনবীমার এজেন্ট! পৌরুষ

আর নারীত্বের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! এই অবস্থাটাকেই লোকে বোধ হয় প্রেম বলে! প্রেমের পরিণাম উন্মাদ রোগ, না উন্মাদ রোগের পরিণাম প্রেম? লক্ষণগুলো বই মিলিয়ে দেখতে হবে। মেজর গুপ্ত সাবধান! কিন্তু নামটি বেশ মিষ্টি! পুনর্ণবা, পুনর্ণবা! যাক, সুরদাসবাবুর বাড়ী এসে একটা লাভ হ'ল। যাই পুনর্ণবার সঙ্গে আর একটু ভাল করে আলাপটা জমিয়ে আসি।

প্রস্থান

এক দ্বার দিয়া হর্ষনাথ ও অন্য দ্বার দিয়া মণিকার প্রবেশ

হর্ষনাথ। এই যে আপনাকেই খুঁজছিলাম। দেখুন, ললিতের কাণ্ড দেখে সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলছে। আপনার সঙ্গে এরকম ছলনা! আমার ইচ্ছা করছে ওকে ধরে আচ্ছা করে—

মণিকা। না, না, আপনি কিছু বলবেন না।

হর্ষনাথ। আপনি যখন বললেন তখন তাই হবে। আপনার কথার অবাধ্য আমি নই। আপনি শুধু হুকুম করুন, আমি তা পালন করবো। কতদিন ভেবেছি আপনাকে বলবো; কিন্তু মনের কথা মুখে বলবার ভাষা পাইনি। ইচ্ছা করেন তো বলি, আপনি আমার সর্ব্বস্ব, আপনি চিত্তের প্রথম অরুণোদয়, মনোজগতের গোধূলির সন্ধ্যাতারা, বিরহের অন্ধকার রাত্রির বিষাদের শিশির-সম্পাত, আপনি হৃদয়তরুর একমাত্র মঞ্জরী—

পশ্চাতের দ্বারে মঞ্জরীকে দেখিয়া

মঞ্জ—রী,—এই দেখুন না কেমন দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে কি না করছি।

মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণিকা, চল আমি বের হচ্ছি, আমার গাড়ীতে যাবি।

দু'জনের প্রস্থান

হর্ষনাথ। আ মরি বাংলা ভাষা। তোমার শব্দ মাহাত্ম্যে কি বিপদটাই না কাটিয়ে দিলাম। মাইরি, রামমোহন বিদ্যাসাগর ভেবে ভেবে কি ভাষাই না সৃষ্টি করেছিল! কিন্তু বাবা, প্রেমে পড়া সহজ, প্রেম করা তো সহজ নয়! যাই হোক, বিষ ধরেছে মণিকার মনে। এখন বিষের কাজ বিষ করবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুরদাসবাবুর বাটীসংলগ্ন উদ্যান

হর্ষনাথ। দেখুন, সনতের নামে নালিশটা ঠুকে দিয়েছি।

সুরদাস। কোন্ নালিশ?

হর্ষনাথ। সেই মঞ্জরীর টাকার।

সুরদাস। বেশ করেছ, কিন্তু আদায় হবে কি?

হর্ষনাথ। বডি-ওয়ারেণ্ট করবার ভয় দেখালেই হবে।

ছদ্মবেশী সনতের প্রবেশ

সনৎ (চাপা সুরে)। কি কথা হচ্ছিল, হর্ষনাথবাবু?

হর্ষ। আপনার কাছে আর গোপন করবো কেন, সনতের নামে পাওনা টাকার বাবদ নালিশ ক'রে দিয়েছি।

সনৎ। বেশ ক'রেছেন, কিন্তু সেই বাড়ীখানার কথা যেন মনে থাকে।

হর্ষ। সে এখন আপনার বলেই মনে করুন না। কিন্তু দেখবেন, সনৎ যেন কথাটা জানতে না পায়।

সনৎ। বিলক্ষণ! আপনি যদি তাকে না বলেন, আমি বলছি না।

হর্ষ। আমি বলবো! কিন্তু আমার কথা যেন আপনার মনে থাকে।

সুর। মাষ্টার মশায়, আপনার ছাত্রী গান শিখছে কেমন?

সনৎ। এমন মনোযোগ দেখিনি।

সুর। মাষ্টার মশায়, আপনি বৃদ্ধ হলেও আপনার মধ্যে একটি যুবক লুকিয়ে আছে, নইলে এরই মধ্যে আমার নাতনিকে বশ করলেন কি করে?

সনৎ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, টের পেয়েছে নাকি? (প্রকাশ্যে) আপনার আশীর্ব্বাদ আর সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে সবই সম্ভব।

সুর। তা বেশ হয়েছে। এবার আমার নিখিলভারত ছাগপালন সম্বন্ধে বক্তৃতাটা শুনিয়ে দিই।

সনৎ। এর চেয়ে আর আনন্দের কি হ'তে পারে? কিন্তু যে জন্ম আমাকে বেতন দেন, সে কাজ তো অবহেলা করতে পারি না।

হর্ষ। আপনার কর্ত্তব্য-জ্ঞান দেখে অত্যন্ত প্রীত হলাম।

সনৎ। কর্ত্তব্য-জ্ঞান না থাকলে আর দুবেলা গান শেখাতে আসি! বেতন তো পাই শুধু এক বেলার জন্ম।

সুর। আপনারা তাহলে থাকুন, দেখি আমি পথের মোড়ে কাউকে পাই কি না। আজকাল ভাল কথা শোনবার লোকের একান্ত অভাব। অথচ মনে কর—

যাইতে যাইতে

এই দেশে খনা লীলাবতী দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ী—

প্রস্থান

হর্ষ। তার পরে মাষ্টার মশাই, আমার কাজ কতদূর এগলো, মঞ্জরীকে আমার কথা-টথা ব'লছেন তো?

সনৎ। বললে বিশ্বাস করবেন না, আপনার কথা শুনলে তিনি লাল হ'য়ে ওঠেন।

হর্ষ। লজ্জায়?

সনৎ। না, রাগে।

হর্ষ। রাগে? কি সর্ব্বনাশ!

সনৎ। ভয় পান কেন? রাগ শব্দের তো নানা অর্থ আছে।

হর্ষ। যাক বাঁচলাম। কিছু বলেন?

সনৎ। একেবারে কিচ্ছু না।

হর্ষ। কি বিপদ!

সনৎ। ভীত হবেন না। যে সব কথা তাঁর মনে হয়, তা কি এই বুড়ো মাষ্টারকে বলবার মত?

হর্ষ। ওঃ বুঝেছি। তা হ'লে সনৎটার আর কোন আশা নেই।

সনৎ। আমি আসবার আগে যেটুকু ছিল তার বেশি নেই।

হর্ষ। তা হলেই হ'ল। আপনি আমার প্রকৃত উপকারী, আপনাকে ভুলছি না। আচ্ছা, কি-জাতীয় গান আপনি শিখিয়ে থাকেন?

সনৎ। যাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায়। যেমন ধরুন, শ্যামা-সঙ্গীত, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান, কিম্বা, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" জাতীয় গান।

হর্ষ। আচ্ছা, “শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনটা” বোধ হয় মৃত্যু ?

সনৎ। আজ্ঞে, বিবাহও হতে পারে।

হর্ষনাথ। কি রকম ?

সনৎ। ধরুন, ভগবান না করুন, সনতের সঙ্গে মঞ্জরী দেবীর বিবাহ হ'ল, সেটা কি আপনার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয় ?

হর্ষ। নাঃ। তার আর উপায় নেই। আর কিছুদিনের মধ্যেই সনতের বিষয়সম্পত্তি কিছুই থাকবে না, সবই মঞ্জরীর হস্তে যাবে।

সনৎ। এবং তারপরে কি ভাবছেন, সে সব হর্ষনাথবাবুর হবে ?

হর্ষ। মাষ্টার মশাই কি যে বলছেন! চলুন, মঞ্জরীর কাছে যাওয়া যাক।

সনৎ। আমার সঙ্গে গেলে আপনার লাভ নেই। আমার সামনে তো আর কথাবার্ত্তা হ'তে পারবে না। তার চেয়ে আমি গিয়ে আপনার জন্যে জমি তৈরী করে রাখি গে—

হর্ষ। তবে আর দেরী করবেন না, এক্ষুনি যান। আমারও কয়েকজন মক্কেল বসে আছে ; আমি দেখা করে আসি।

উভয়ের প্রস্থান

মেজর গুপ্ত ও মিস্ পুনর্ণবার প্রবেশ

গুপ্ত। দেখুন, আপনি জীবনবীমার এজেণ্ট, তৎসত্বেও আপনাকে ভালবাসি, এর চেয়ে ভালবাসার বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে ?

পুনর্ণবা। জীবনবীমার এজেণ্টদের ভয়ের কি আছে ?

গুপ্ত। না, তেমন কিছু না, শুধু জীবনবীমার এজেণ্টদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এক জীবনবীমা কম্পানি খোলা দরকার। দেখুন,

আমাদের মিলনের মধ্যে ভগবানের হাত আছে, আমি ডাক্তার, আপনি জীবনবীমার এজেন্ট।

পুনর্ণবা। মিলনটা সন্দেহজনক।

গুপ্ত। সন্দেহ-হীন প্রেম মেঘহীন সূর্য্যাস্তের মত। তাতে রঙ নেই, মোহ নেই। কিন্তু আমার ভালবাসায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না কেন? সত্যি বলছি আপনার আগে আমি কোন মেয়েকে ভালবাসিনি।

পুনর্ণবা। আমিও সত্যি বলছি, আমিও এর আগে কোন পুরুষকে ভালবাসিনি।

গুপ্ত। তবে?

পুনর্ণবা। আপনি এর আগে কোন মেয়েকে ভালবাসলে বুঝতে পারতেন মেয়ের ভালবাসা ও আমার ভালবাসায় কি প্রভেদ।

গুপ্ত। পড়ে মরুকগে প্রভেদ! আমার ভালবাসার আর একটা প্রমাণ দিচ্ছি। আমার সব চেয়ে গোপনীয় কথা আপনাকে আজ বলবো।

পুনর্ণবা। কি সে কথা?

গুপ্ত। সে শুধু আমার নয়, আমাদের সমস্ত জাতের।

পুনর্ণবা। মানবজাতির কথা?

গুপ্ত। না, ডাক্তারজাতির কথা।

পুনর্ণবা। ডাক্তার কি মানুষ নয়? তাদের আলাদা করে' দেখছেন কেন?

গুপ্ত। শুনলে, আপনিও আলাদা করে দেখবেন।

পুনর্ণবা। কি কথা? কোনো নূতন ওষুধের কথা নিশ্চয়।

গুপ্ত। ঠিক তার উল্টো।

পুনর্ণবা। ওঃ বুঝেছি। পুরানো ওষুধের নূতন প্রয়োগ?

গুপ্ত। উঁহু:। হ'ল না।

পুনর্ণবা। এবার বুঝেছি। নূতন ওষুধের পুরানো প্রয়োগ।

গুপ্ত। না, না, সে আপনি কিছুতেই ভাবতে পারবেন না। ডাক্তারি শিখবার আগে আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। দেখুন, একথা এর পূর্ব্বে কোনো ডাক্তার কোনো অব্যবসায়ীকে বলেনি। এ যদি আপনি প্রকাশ করে দেন, তবে আমার জাত-ভায়েরা সকলে মিলে আমাকে একঘরে ক'রবে। এ রহস্য আপনাকে বলবার অর্থ আমার জীবন আপনার হাতে তুলে দেওয়া।

পুনর্ণবা। বলুন, বলুন, আমি প্রকাশ করবো না।

গুপ্ত। ঠিক, তিন সত্যি?

পুনর্ণবা। হাঁ, তিন সত্যি।

গুপ্ত। আমাদের ডাক্তারিতে কোন ওষুধ নেই।

পুনর্ণবা। ওষুধ নেই! বলেন কি?

গুপ্ত। না, একটাও ওষুধ নেই।

পুনর্ণবা। তবে এত যে লাল কালো নীল হলদে কত ওষুধ দেখি!

গুপ্ত। স্রেফ জল।

পুনর্ণবা। শুধু জল! তবে এত রঙের ওষুধ হয় কি রকমে?

গুপ্ত। ওই সাদা জল হতভাগ্য রোগীর অসহায় অজ্ঞতার প্রিজমে লেগে বিচ্ছুরিত হয়ে লাল নীল হলদে সবুজ বেগনী নানা রঙের ওষুধের সৃষ্টি করেছে।

পুনর্ণবা। তবে আপনারা ইনজেকশন দেন, কি?

গুপ্ত। বিশুদ্ধ জল।

পুনর্ণবা। তাই বা পান কোথায়? সব তো ক্লোরিন।

গুপ্ত। দেখুন আর সব ব্যবসায়ে জিনিষ খারাপ হ'লে কারিগরের দোষ হয়। কিন্তু ডাক্তারিতে সব দোষ রোগীর। আগেকার আমলের রাজাদের মত ডাক্তারদেরও 'ডিভাইন রাইট' আছে।

পুনর্ণবা। যা বলেছেন, একজনকে ছোরা দিয়ে খুন করুন, হবে ফাঁসি। মোটর চাপা দিয়ে মারুন, হবে বড় জোর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।

গুপ্ত। আর ইন্‌জেকশন দিয়ে মারুন, পাবেন ফীস বাবদ পঞ্চাশ টাকা।

পুনর্ণবা। তবে ডাক্তারেরা অসুখ সারায় কি ক'রে?

গুপ্ত। হিপ্‌নটাইজ ক'রে।

পুনর্ণবা। হিপ্‌নটাইজ ক'রে! কাকে? রোগীকে?

গুপ্ত। না, রোগীর অভিভাবককে।

পুনর্ণবা। আপনি যাই বলুন, আমি একটি রোগীকে চিকিৎসকদের শুধু প্রেসক্রিপশনের জোরে সারাতে দেখেছি।

গুপ্ত। কি রকম?

পুনর্ণবা। একটি ছেলের খুব অসুখ হয়েছিল, মরে আর কি! তার বাপ তাকে দেখাবার জন্যে ডেকে আনলো একজন অ্যালোপ্যাথ, একজন হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজ, আর একজন সন্ন্যাসী। বাপ বলল, আপনারা পরামর্শ ক'রে ওষুধ দিন। তখন একজন বলে ইন্‌জেকশন দিই, একজন বলে নাক্স ভমিকা, একজন বলে মকরধ্বজ, আর একজন দিতে চায় জলপড়া। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোনটাই দিতে হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীর জ্ঞান ফিরে এল, রোগী সেরে উঠল।

গুপ্ত। আপনি ভাবছেন সেটা চিকিৎসকদের গুণে ?

পুনর্ণবা। তা নয় ?

গুপ্ত। নিশ্চয়ই নয়। সেটা ওই পরামর্শ শুনে।

পুনর্ণবা। কি রকম ?

গুপ্ত। রোগীর অবশ্য একটু জ্ঞান ছিল। তার কানে যেমনি ওই অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ গেল, অমনি সে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ইচ্ছার বলে শক্তি সঞ্চয় করে' উঠে বসল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল ওই পরামর্শ অনুসারে ওষুধ পড়লে রোগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দফাও একেবারে নিকেশ হবে।

পুনর্ণবা। জানলেন কেমন করে ?

গুপ্ত। অনেক দিন থেকে ডাক্তারি ব্যবসা করছি কি না। যাক, কথায় কথায় ব্যবসার অনেক গূঢ় রহস্য বলে ফেললাম। এখন আমি আপনার হাতে।

পুনর্ণবা। আপনার কথা ভুলবো না। এখন যাই, বিকেলে আবার দেখা হবে। নমস্কার।

প্রস্থান

গুপ্ত। নমস্কার। পুনর্ণবা, পুনর্ণবা ! আহা, কি সুন্দর নামটি !

ললিতের প্রবেশ

ললিত। কি মেজর গুপ্ত, এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন ?

গুপ্ত। এই যে ললিতবাবু, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

ললিত। আমিও আপনার কাছেই আসছিলাম।

গুপ্ত। বটে ! মণিকা দেবীর খবর কি ?

ললিত। কে জানে। অনেকদিন তার খোঁজ রাখি না। দেখুন

মেজর গুপ্ত, জীবনে আমি এখন এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

গুপ্ত। আর আমি জীবনে পুরাতন অভিজ্ঞতার এক নূতন রূপ দেখতে পেয়েছি—অর্থাৎ প্রেম জিনিষটা যে ঠিক কি তা আমি আজ বুঝতে পারছি। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝি জগতে আর কিছু নেই।

ললিত। মেজর গুপ্ত, এ কথা খুবই সত্য। তাইতো প্রেমের অপর এক নাম আদি রস।

গুপ্ত। ও কথা একেবারে মিথ্যে, ললিতবাবু। প্রেমের নাম অনাদি রস, কারণ তার আরম্ভ নেই।

ললিত। এবং শেষ নেই।

গুপ্ত। জীবনের সে যে সিংহদ্বার।

ললিত। তার চেয়ে বলুন, খিড়কি-দ্বার।

গুপ্ত। তার চেয়ে বলুন, বাতায়ন, যার ভিতর দিয়ে মন চলে যায়, কিন্তু দেহ যেতে পারে না।

ললিত। ঠিক। সেই বাতায়নিকার স্পর্শ পেতে হলে নীচে থেকে রসি বেয়ে উঠতে হয়।

গুপ্ত। রসি নয় ললিতবাবু, রস।

ললিত। ঠিক।

গুপ্ত। থামবেন না ললিতবাবু, এ সম্বন্ধে আরও দুচার কথা বলুন।

ললিত। প্রেম, সমুদ্রের মত প্রতিপদ থেকে প্রতিপদক্ষেপে জোয়ারের বাহু বাড়িয়ে বাড়তে বাড়তে যায়।

গুপ্ত। এবং সমুদ্রের মতই চিরপূর্ণ, তার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই।

ললিত। এবং চিরদিন যার জন্ত পাগল, সেই চন্দ্রকে কখনো পায় না।

প্রেম, সমুদ্রের মতই প্রিয়তমের জন্য সর্ব্বত্যাগী। তার অন্তরে যে সুধা ছিল, তা রেখেছে সে চাঁদের হৃদয়ে, তাইতো চাঁদ সুধাকর।

গুপ্ত। এবং সমুদ্রের মতই প্রেম লবণাক্ত, যেন অশ্রুজলে ভরা।

ললিত। বাঃ বাঃ বেশ বলেছেন, মেজর গুপ্ত। প্রেম আর অশ্রু এক পদার্থেরই অবস্থান্তর, যেমন বরফ আর জল। কিন্তু সমস্যা এই—জল থেকে বরফ, না বরফ থেকে জল? প্রেমের আগে অশ্রু, না অশ্রুর আগে প্রেম?

গুপ্ত। এ প্রশ্নের মীমাংসা আজো তো কেউ করতে পারল না। শুধু এইটুকু জানি, প্রেমের সমাধি বিবাহে।

ললিত। ঠিক। পঞ্চশরের পঞ্চত্ব বিবাহে। মেজর গুপ্ত, বিষয়টা বেশ জমেছে, আর একটু চালান।

গুপ্ত। অবিবাহিত প্রেম ধূমকেতুর মত, পৃথিবীর কাছে আসে কিন্তু ধরা দেয় না, উত্তাপ দেয় কিন্তু আলো দেয় না, প্রসারিত বাহু দিয়ে পৃথিবীকে একবার মাত্র আলিঙ্গন ক'রে অসীম শূন্যে আবার ছুটে চলে যায়।

ললিত। আর বিবাহিত প্রেম রাশি রাশি জ্বলন্ত উল্কার মত পৃথিবীতে পড়ে, পড়তে পড়তে ভস্ম হয়, ভস্ম হয়ে কোন চিহ্ন রাখে না, দিনের আলোয় কলঙ্কিত মুখ মাটির নীচে ঢাকে।

গুপ্ত। ঠিক বলেছেন। তবু আমি তাকেই বিবাহ করবো।

ললিত। আমিও তাকে বিবাহ করবো।

গুপ্ত। কে সে?

ললিত। কে সে?

গুপ্ত। এই দেখুন তার ছবি।

ললিত। এই যে তার ছবি।

পরস্পরের চিত্র বিনিময়

উভয়ের বিস্মিতভাবে চীৎকার

পুনর্ণবা! এযে পুনর্ণবা!

ললিত। এ ছবি পেলেন কোথায়?

গুপ্ত। ছবি ছাড়ুন, এ মানুষ পেলেন কোথায়?

ললিত। (ক্রুদ্ধ ভাবে) সাবধান। নারীর সম্মান রেখে কথা বলবেন, ইনি মানুষ নন, নারী!

গুপ্ত। আমি ডাক্তার। নর কি নারী তা আমি জানি, কিন্তু এ ফোটো আপনাকে কে দিলে?

ললিত। আমিও ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞাসা করছি। শিগগির এর কৈফিয়ৎ দিন।

গুপ্ত। কৈফিয়ৎ দোব তোমায়? লোফার!

ললিত। ভ্যাগাবণ্ড!

গুপ্ত। রাস্কেল!

ললিত। ইডিয়ট!

গুপ্ত। এমন করে নারীকে প্রতারণা?

ললিত। এ ভাবে পুরুষকে প্রতারণা চলবে না!

গুপ্ত। এ অপমানের প্রতিশোধ দোব!

ললিত। পুনর্ণবা, তোমার অপমান আমি দূর করবো!

গুপ্ত। পুনর্ণবা, কোন ভয় নেই! You Lalit, তোমাকে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে, যাকে বলে ডুয়েলে আহ্বান করছি!

ললিত। আমি এ আহ্বান গ্রহণ করলাম। পুনর্ণবা! তোমার চোখের চাহনির অমৃতে—

গুপ্ত। মুখ সামলে! অনাত্মীয়া অপরে-প্রাণসমর্পিতা যুবতীকে সম্বোধন করবার প্রথা ও নয়—

ললিত। তোমার পক্ষেও ঠিক একথা খাটে।

গুপ্ত। বাজে কথা যাক, কোন অস্ত্রে আপনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করবেন? তরোয়াল, বন্দুক, ছোরা, না কি? মনে রাখবেন আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম—

ললিত। সে ছড়ি নাচানো দেখেই বুঝতে পারা যায়। যুদ্ধে গিয়ে তো শুধু ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিলেন, অতএব আপনার পক্ষে কোদালই ভাল।

গুপ্ত। ফের অপমান! রাস্কেল, ষ্টুপিড! পুনর্ণবা, তোমার কৃপায়—

ললিত। সাবধান, ও নাম আর মুখে এনো না।

গুপ্ত। বটে! কাল কখন কোথায় লড়তে রাজী?

ললিত। তোমার যখন যেখানে ইচ্ছে।

গুপ্ত। বেশ, কথা রইল। কাল বিকেলে, আমার বাড়ীতে। আর, অস্ত্র?

ললিত। কোদাল কিম্বা ডাক্তারি ছুরি।

গুপ্ত। আমাকে অপমান কর ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার ব্যবসাকে অপমান করো না। আমি তোমাকে খুন, খুন করবো; 'ডুয়েলে' যেটুকু বাকি থাকবে সেটুকু ডাক্তারি ক'রে সাবড়ে দেবো! পুনর্ণবাকে অপমান, আমার পুনর্ণবা। ওঃ—

প্রস্থান

ললিত। আমার পক্ষে বন্দুক, ছুরি, ছোরা, তলোয়ার সবই সমান, কেবল ভরসা তোমার উপরে পুনর্ণবা! তোমার চোখের দীপ্তি আমার অস্ত্র শাণিত করে তুলুক। বাঙালীর ঘর-কুনো জীবনে

মরবার এর চেয়ে মহত্তর সুযোগ আর জুটবে না। কিন্তু ইডিয়টটাকে আমি দেখাবো! পুনর্ণবা! পুনর্ণবা!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ

মঞ্জরী গান গাহিতেছিল

গীত

গান শেষ হইলে ছদ্মবেশে সনৎ প্রবেশ করিল

সনৎ। আচ্ছা মঞ্জরী, পুনর্ণবা কে?

মঞ্জরী। কি জানি কে!

সনৎ। একবার দেখতে হচ্ছে।

মঞ্জরী। আর দেখে কাজ নেই। যে দেখছে, সেই মজছে।

সনৎ। কিন্তু ললিতকে তো বাঁচাতে হবে। ওটা এত বোকা!

মঞ্জরী। দু'জনে মারামারি করবে, শুনে অবধি মণিকা কান্নাকাটি সুরু করে দিয়েছে। ডাক্তার গুপ্ত যে জোয়ান!

সনৎ। তাই তো, কি করা যায়? মণিকা গিয়ে ললিতকে ধরুক না!

মঞ্জরী। সে লজ্জার মাথা খেয়ে ললিতের কাছে গিয়েছিল। সে যে কি মাথামুণ্ডু বলল, মণিকা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

সনৎ। তবে?

মঞ্জরী। আমি হর্ষনাথবাবুকে দিয়ে পুনর্ণবাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছি, সে এখনি আসবে, তুমি তাকে বুঝিয়ে বল।

সনৎ। বেশ, তাই বলবো।

মঞ্জরী। ওই শোন সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ, কে যেন আসছে, বোধ হয় হর্ষনাথবাবু, চুপ করে থাকা ভাল নয়, একটা গান আরম্ভ কর।

সনৎ। গান করুন—

'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্তে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥'

হ'ল না হ'ল না! আর একটু চড়িয়ে; হাঁ এইবার হয়েছে।

মঞ্জরী। (নেপথ্যের দিকে কান পাতিয়া) যাক্ চলে গিয়েছে।

(নেপথ্যে) পুনর্ণবা। মঞ্জরী দেবী আছেন?

মঞ্জরী। ওই বোধ হয় পুনর্ণবা এসেছে, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি আবার না মজলে বাঁচি।

দ্বার মোচন, পুনর্ণবার প্রবেশ

এই যে আসুন, নমস্কার; এইখানে বসুন। ইনি আমার সঙ্গীত-শিক্ষক।

পুনর্ণবা। নমস্কার! আমায় কি জন্য ডেকেছেন, মঞ্জরী দেবী?

সনৎ। দেখুন, মণিকা মঞ্জরী দেবীর বন্ধু। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা শুনে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এখন একমাত্র আপনিই তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। আমি মঞ্জরী দেবী, মণিকা, এমন কি সমস্ত মানুষজাতির নামে আপনাকে অনুরোধ করছি, সুজন

পুরুষকে অপঘাত থেকে এবং একটি নারীকে অপমৃত্যু থেকে আপনি রক্ষা করুন।

পুনর্ণবা। দেখুন, আপনি বৃদ্ধ, প্রেমের মহিমা বুঝতে পারছেন না; প্রেমের জন্য মানুষ কি না করে!

মঞ্জরী। (রাগত ভাবে) একজন বৃদ্ধকে বয়স তুলে অপমান করা কি আপনার উচিত?

সনৎ। (বাধা দিয়া) আহা আপনি চুপ করুন না, বয়সের কথা তুললে বৃদ্ধের অপমান হবে কেন?

মঞ্জরী। আপনার মত এমন কঠিন হৃদয় দেখিনি। মনে রাখবেন, বাইরেটা মেয়ে মানুষের মত হলেই সবাই মেয়ে মানুষ হয় না।

সনৎ। এবং কিছু যদি মনে না করেন, তবে বলি, বাহিরে বৃদ্ধ হ'লেই লোকে ভেতরে ভেতরে হয় তো সত্য বৃদ্ধ হয় না।

পুনর্ণবা। আমি প্রতি মূহূর্ত্তেই তা বুঝছি, আপনারা বরঞ্চ কথাটা স্মরণ রাখবেন।

সনৎ। কেমন করে স্মরণ রাখবো বলুন; এর আগে তো আপনার মত দৃষ্টান্ত আর দেখিনি!

পুনর্ণবা। এবং আমি নিশ্চয় বলছি, এর পরও, আমার মত দৃষ্টান্ত আর দেখতে পাবেন না।

সনৎ। ভগবান কি একা আপনাকেই এমন অদ্ভুত ক'রে সৃষ্টি করেছেন?

পুনর্ণবা। কক্ষনো না। আমাকে এমন অদ্ভুত করে' তুলেছে মানুষ।

সনৎ। সে কথা সত্যি, মানুষই যত গোল বাধায়। তা না হ'লে

আজ আপনি সামান্য খেয়ালের জন্য দু'জন যুবককে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন ?

পুনর্ণবা। সামান্য খেয়াল! হয়েছেন বৃদ্ধ, আপনি কি বুঝবেন ? পড়েন নি, ইউরোপে প্রণয়িণীর জন্য বীরেরা পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতো ?

মঞ্জরী। ভারতবর্ষে কখনই এমন হ'তে পারত না। আপনি ভারতীয় নারী নন।

পুনর্ণবা। একথা আমি একশ বার স্বীকার করবো।

মঞ্জরী। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকেই আপনি স্ত্রীলোক, ভিতরটা আপনার পুরুষের মতই কঠিন।

পুনর্ণবা। এ কথাও আমি স্বীকার করছি।

মঞ্জরী। কিন্তু জানবেন আমার বন্ধু সাধারণ মেয়ের মত নয়।

পুনর্ণবা। তাঁকে বলবেন, আমিও অসাধারণ মেয়ে।

সনৎ। তা না হ'লে আর দুজন পুরুষকে এমন অপ্রস্তুত করতে পারেন!

পুনর্ণবা। কেন তাঁদের তো প্রস্তুত হবার সময় দিয়েছি।

মঞ্জরী। আপনাকে জোড় হাত করে অনুরোধ করছি, আপনি এ মারাত্মক খেলা থেকে তাদের নিরস্ত করুন।

পুনর্ণবা। আপনারা তাঁদের বলুন না!

মঞ্জরী। বলেছি, বলেছি, একশবার বলেছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারী আপনি, আপনি রক্ষা না করলে আর উপায় নেই।

পুনর্ণবা। তবে আমার দ্বারাও সম্ভব নয়।

মঞ্জরী। কেন ? আপনি কি নারী নন ? কন্যা নন, ভাবী বধূ, মাতা কিছুই নন ? সীতা সাবিত্রী শকুন্তলা দময়ন্তী দ্রৌপদীর উত্তরাধিকারী নন ?

পুনর্ণবা। বললে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সত্যি ওসব আমি কিছু নই।

মঞ্জরী। (ক্রুদ্ধভাবে) তবে দুটো লোককে যমের দুয়োরে এগিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হোন!

পুনর্ণবা। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? তাঁরা দুজনেই যে আমাকে ভালবাসেন।

মঞ্জরী। মণিকা বলে পাঠিয়েছেন, আপনি ললিতবাবুকে যদি বিয়ে করেন, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে যাবেন না।

সনৎ। কিম্বা ইচ্ছা করলে মেজর গুপ্তকেও বিবাহ করতে পারেন।

পুনর্ণবা। এই তো আবার মুস্কিল বাধলো! যে দুজন সেই দুজনই রইল। এখন কি করি?

মঞ্জরী। আপনি যাকে খুসী করুন।

পুনর্ণবা। আমার কাউকেই ইচ্ছা করে না। আমার বিশ্বাস আমি কখনো কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারবো না।

মঞ্জরী। আপনার ভেতরের পরিচয় পেয়ে আমাদেরও সেই সন্দেহ হচ্ছে।

পুনর্ণবা। আমার ভিতরের প্রকৃত পরিচয় পেলে সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হ'ত।

মঞ্জরী। আপনার প্রকৃত পরিচয় যেন কখনই পেতে না হয়।

পুনর্ণবা। হয়ত শীঘ্রই পাবেন।

সনৎ। আপনার কাছে অনুরোধে কিছু হবে না দেখছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি দু'জন মেয়ে আর একজন বৃদ্ধের মনে যে কষ্ট আজ দিলেন তেমন কষ্ট কখনো কোন মেয়ে দিতে পারতো না।

পুনর্ণবা। এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আমিও একটি কথা বলি, আপনার চুল দাড়ি পেকেছে বটে, বয়সে বৃদ্ধ হলেও বার্দ্ধক্যের গভীরতা আপনার মধ্যে নেই। থাকলে নারীর অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারতেন।

সনৎ। এতবড় অপমান আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। আমাকে নির্ব্বোধ বলুন, মূর্খ বলুন, সহ্য করবো। কিন্তু বৃদ্ধ নই প্রকারান্তরে একথা কেন বলবেন? যদি আমি বৃদ্ধ না হই, তবে জানবেন, আপনিও নারী নন।

পুনর্ণবা। আপনার কথা আপনি জানেন, কিন্তু আমায় পুরুষে নারী বলে মনে করলেও আমি নারী নই।

সনৎ। আপনার সঙ্গে তর্কে লাভ নেই। যিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন।

সনতের প্রস্থান

মঞ্জরী। দেখুন মেয়েমানুষের রূপ ভালো, কিন্তু তার অহঙ্কার ভালো নয়। কিন্তু যার রূপ নেই, শুধু সাজসজ্জা দিয়ে মন ভোলানো ব্যবসা, তার সেই সাজসজ্জাগুলো গেলেই মন ভোলাবার ক্ষমতা যাবে। একথা নিশ্চয় জানবেন।

পুনর্ণবা। সেটা নিশ্চয় জেনেছি বলেইতো ভরসা করে' দু'জন পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দিতে পেরেছি।

মঞ্জরী। মনে রাখবেন, এ সাজসজ্জা বেশিদিন স্থায়ী না হ'তেও পারে।

পুনর্ণবা। সত্যি বলছি এই পোষাকগুলোর ভার আমিও আর বইতে পারছি না।

মঞ্জরী। বলেন কি, এত সাধের সাজপোষাকগুলো খুলবেন, তা হলে যে সব ফাঁক হয়ে যাবে!

পুনর্ণবা। আমিও এখন তাই চাই।

মঞ্জরী। ধিক আপনার নারীজন্মে!

পুনর্ণবা। প্রার্থনা করুন, শীঘ্রই যেন এ নারীজন্ম ঘুচে যায়।

প্রস্থান

মঞ্জরী। উঃ! কি আশ্চর্য্য মেয়ে! এর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় যেন একটা পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলছি।

মণিকার প্রবেশ

মণিকা। মঞ্জরী!

মঞ্জরী। পারলাম না ভাই, মণিকা।

মণিকা। পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি ভাই। আমার অদৃষ্ট মন্দ, শুধু দুঃখ এই তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না। আর যে-ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, জ্ঞান না হতেই মাবাপ গেল, বড় হ'য়ে যখন ললিতবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তখনই বোঝা উচিত ছিল এত সুখ আমার অদৃষ্টে সহ্য হবে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে সোফার উপরে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল

মঞ্জরী। কাঁদিসনি ভাই। দাঁড়া, আমি একখানা পাখা নিয়ে আসি।

প্রস্থান

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। (গদগদ ভাবে) এত দুঃখ কিসের? না হয় সে গিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও তো ভাল লোক আছে!

মণিকা। (হর্ষনাথের দিকে চাহিয়া) ভালো লোকের কথা হচ্ছে না উকিলবাবু, সে আপনি বুঝবেন না।

দ্রুত প্রস্থান

হর্ষনাথ। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) ওরে সর্ব্বনাশ! আমি ভেবেছিলাম মঞ্জরী! নাম ধ'রে ডাকলে কি বিপদই না হ'ত। অনেক ঠেকে ঠেকে নাম বলা ছেড়েছি। এখন কেবল সর্ব্বনামের উপর দিয়েই কারবার করি। ভগবান পাণিনি ভাষাতত্ত্বের কি বাহারই ক'রে রেখেছ! 'সর্ব্বনামে'র মহিমা তোমার কৃপাতেই বুঝেছি। দেখি আবার গেল কোথায়।

প্রস্থান

মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণিকা! একি! মণিকা চলে গেছে? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক! ভালই হয়েছে। কি ব'লে যে ওকে সান্ত্বনা দেব। ওর যে কি দুঃখ তা ভাবতে গিয়ে আমার নিজেরই কান্না আসছে। ভগবান কেন এমন ক'রলে, কেন এমন ক'রলে?

সোফায় মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল

হর্ষনাথের ধীরে ধীরে প্রবেশ

হর্ষনাথ। (খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া) এত কাঁদলে কি ক'রে চলে! সংসারে দুঃখ আছে—কিন্তু সান্ত্বনা দেবার লোকও তো আছে!

মঞ্জরী। (হর্ষনাথের দিকে চাহিয়া) এখন যান, বিরক্ত করবেন না।

দ্রুত প্রস্থান

হর্ষনাথ। ওরে বাবা! এ আবার এল কখন? ভাগ্যিস মণিকা

ভেবে নাম ধরে ডাকিনি। আমার যেমন সর্ব্বনাম, এদের দেখছি তেমনি সর্ব্বশাড়ী, সর্ব্বব্লাউজ, সর্ব্বধরণধারণ একই রকম। আর এখানে থাকা সুবিধার নয়। যাই আইনের বই ফেলে রেখে ব্যাকরণ-কৌমুদী থেকে সর্ব্বনামের অধ্যায়টা আর একবার ভাল ক'রে ঝালিয়ে নিইগে!

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুরদাসবাবুর বাটীর অলিন্দ

সকালবেলা

সুরদাস। নাঃ আর আমি পারি না। এখন মঞ্জরীর জন্য পাত্র পাই কোথায়? ছিল সনৎ, ভালো ছিল। তাকেও বিদেয় করলাম। এক আছেন হর্ষনাথ, অবস্থা মন্দ নয়, স্বভাবচরিত্রও ভাল। তিনি আবার রাজি হলে হয়, যাই তাঁর কাছে। বিকেল বেলা আবার আছে পতিতাসমস্যার সভা। ভালো কথা, বক্তৃতাটা তৈরী করে নিতে হবে। যেদেশে সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, দময়ন্তী, মৈত্রেয়ী, গার্গী—

দুধের পাত্র লইয়া পুঁটির প্রবেশ

পুঁটি। আচ্ছা দাদাবাবু, তোমার বাড়ীতে তো একমাত্র ঝি

এই আমি, তুমি এতগুলো নাম ধরে ডাক কেন? লোককে দেখাও তোমার অনেক গুলো ঝি? কিন্তু কই আমার নাম তো একবারও কর না?

সুরদাস। তুই বুঝবিনি, তুই এদের দেখিসনি।

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তুমি এতগুলো ঝি তাড়িয়েছ, তবে তো আমাকেও কবে তাড়াবে!

সুরদাস। তুই বুঝবিনি রে, বুঝবিনি।

প্রস্থান

ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। বলি পুঁটিরাণী, বুড়োর সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল? তুই শেষে এই রকম?

পুঁটি। আর তোমার ওটা কি হচ্ছিল গো? পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়ে-ইস্কুলের মোটর গাড়ীর পানে তাকিয়ে ছিলে যে! আমার কি চোখ নেই?

ভজুয়া। পুঁটি, তুই কেবল গাড়ীই দেখিস, ভেতরের খবর তো রাখিস না।

পুঁটি। হাঁগো, কথাই তো হচ্ছে সেই। মেয়ে-ইস্কুলের গাড়ীর ভেতরে কি খবর পেলে? বলি, দেখলে কি?

ভজুয়া। মিষ্টি রে, মিষ্টি।

পুঁটি। মেয়েদের তো তোমার মিষ্টি লাগবেই।

ভজুয়া। আরে না, না, ওতে করে মিষ্টি যাচ্ছিল, একেবারে খাস মনোহারি ময়রার মিষ্টি।

পুঁটি। বটেই ত।

ভজুয়া। মাইরি, তোর গা ছুঁয়ে বলছি।

পুঁটি। গা ছুঁয়ো না বলছি।

ভজুয়া। শোন্, রাগ করিসনি। মেয়ে-ইস্কুলে সভা আছে তাই গাড়ীতে করে মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছিল।

পুঁটি। সত্যি! তা হবে, পূজোর সময় ওদের সভা হয়, সেবার দিদি-মণির সঙ্গে গিয়ে দেখেছি কিনা।

ভজুয়া। পুঁটি, বড় তেষ্টা।

পুঁটি। তেষ্টা তো আমি কি করবো! জল খাও।

ভজুয়া। পুঁটি, দুধের তেষ্টা কি জলে যায় রে? তোর ভাঁড়ে কি?

পুঁটি। ভাঁড়ে যা খুসি থাক, তোর তাতে কি?

ভজুয়া। পুঁটু বড় ভাল।

পুঁটি। ভালো নয় তো কি? আমার দুধে কখনো জল থাকে না।

ভজুয়া। তোর দুধ নয়, তুই বড় ভালো।

পুঁটি। যাও। ইয়ার্কি করো না।

ভজুয়া। সত্যি রে, বড় ভালোবাসি।

পুঁটি। দুধ সকলেই ভালোবাসে।

ভজুয়া। দুধ নয় রে, তোকে পুঁটিরাণী।

পুঁটি। কত যে ঢং শিখেছ।

ভজুয়া। ওরে তোকে রাণী করে তোর দৌলতে আমি রাজা রে।

পুঁটি। দেখ, ভালো হবে না বলছি।

ভজুয়া। দে দে রাগ করে তুই একবার নথ নাড়া দে।

পুঁটি। চুপ কর।

ভজুয়া। দে রে দে, এখনো স্যাকরার ধার শোধ করতে পারিনি, সে কত মুখনাড়া দেয়। তার চেয়ে তোর নথনাড়া অনেক ভাল।

পুঁটি। তোমার বড় বাড় হয়েছে, চললাম আমি।

প্রস্থান

ভজুয়া। আহা! রাগ করিস কেন, শোন, শোন।

পিছন পিছন প্রস্থান

২য় দৃশ্য

হর্ষনাথবাবুর বৈঠকখানা

টেবিল, চেয়ার, আলমারী যথাযথ ভাবে রক্ষিত, পাশে
একটি পর্দা টাঙান রহিয়াছে

চন্দ্রনাথ (পুরুষবেশে)। আপনার সব কাজ আমি উদ্ধার ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আজ বিকেলে দুজনে সত্যি না মারামারি করে বসে।

হর্ষনাথ। সে জন্ম ভয় নেই। একটা উপায় করা যাবে। তুমি আর একটা দিন কষ্ট ক'রে ছদ্মবেশে থাকো।

চন্দ্রনাথ। আর ভাল কথা, আপনার সে কাজটাও হয়েছে। ললিত-বাবু সমস্ত সম্পত্তি কালকে মণিকার নামে দানপত্র করে দিয়েছে। এবার চটপট মণিকাকে বিয়ে করে ফেলুন।

হর্ষনাথ। আচ্ছা, ওকে দিয়ে দানপত্র করালে কি করে?

চন্দ্রনাথ। আমি বললুম, ললিতবাবু, প্রেমের জন্ত আপনি প্রাণ দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু আরও কঠিন সর্ত্ত আমি চাই। তিনি বললেন, কি চাই? আমি বললাম, যাকে আপনি এখন মোটে দেখতে পারেন না, সেই মণিকাকে আপনার সম্পত্তি দান

করতে হবে, তবে বুঝবো প্রেম সর্ব্বত্যাগী। তিনি তখনই তাঁর সম্পত্তি মণিকার নামে দানপত্র করে দিলেন।

হর্ষনাথ। তোমাকে একশ ধন্যবাদ। এবার মণিকাকে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে হবে।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু আর দেরী করবেন না। সব ফাঁস হয়ে যেতে কতক্ষণ! আমি বাসায় চললাম।

প্রস্থান

হর্ষনাথ। যাক, জালে দুটো মাছই পড়েছে, এবার টেনে তুললেই হয়।

মণিকার প্রবেশ

হর্ষনাথ। একি আপনি! বসুন, বসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

মণিকা। দেখুন, আমাকে দেখে আপনি আশ্চর্য্য হয়েছেন! আমি কুমারী, আপনার কাছে আমার একাকী আসা উচিত নয়, কিন্তু যে বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়, আমি সেই বিপদে পড়েছি।

হর্ষনাথ। আপনার জন্য আমি সব করতে পারি।

মণিকা। সেই জন্যই এসেছি। আপনি ললিতবাবুর বন্ধু, আমাকেও স্নেহ করেন।

হর্ষনাথ। নিশ্চয়। নিশ্চয়।

মণিকা। তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তিনি সংসারের কিছু জানেন না, তাঁকে অপঘাতের মধ্যে পাঠাবেন না। আমি নিজে পুনর্ণবা দেবীকে বলেছিলাম, তিনি রাজি হলেন না।

হর্ষনাথ। বেশ তো!

মণিকা। আপনাকে এ কাজটা করতেই হবে। আমি জোড় হাতে আপনাকে অনুরোধ করছি।

হর্ষনাথ। কিন্তু ললিতের শিক্ষা হওয়া উচিত, সে আপনাকে যেমন কষ্ট দিয়েছে—

মণিকা। দেখুন, এখন সে সব মনে করবার সময় নয়। মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন, আমার কি বিপদ। ললিতবাবুর যা কর্ত্তব্য তিনি তা ক'রবেন, আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রবো।

হর্ষনাথ। বেশ, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো।

মণিকা। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকবো।

হর্ষনাথ। থাক, থাক।

ভৃত্য রামচরণের প্রবেশ

রামচরণ। বাবু, ললিতবাবু আসছেন।

প্রস্থান

মণিকা। ললিতবাবু! কি সর্ব্বনাশ, আমি এখন যাই কোথায়?

হর্ষনাথ। যাবেন কেন, থাকুন না।

মণিকা। না, না, তাঁর জন্যে যে আমি অনুরোধ করতে এসেছি তা জানাতে চাই না। ওই যে তিনি এসে পড়লেন!

হর্ষনাথ। তবে এক কাজ করুন। এই পর্দ্দাটার আড়ালে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন।

মণিকা। আমি যে এসেছি, তা বলবেন না।

মণিকা ঘরের এক কোণে পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল

ললিতের প্রবেশ

হর্ষনাথ। এই যে ললিতবাবু, আসুন।

ললিত। হর্ষনাথবাবু, আমি চললাম।

হর্ষনাথ। কোথায় যাচ্ছেন ?

ললিত। সেই দেশে যেখান থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ ফেরেনি।

হর্ষনাথ। আহা, ওসব কি কথা ?

ললিত। যাই আর না যাই মেজর গুপ্তকে শিক্ষা দেব। প্রেমের অপমান সহ্য করা আমার অভ্যাস নয়।

হর্ষনাথ। হাতে ওটা কি ?

ললিত। এই জন্যেই তো এসেছি। একখানা দানপত্র। পুনর্ণবার অনুরোধে সব একজনকে দানপত্র করে দিয়েছি, আপনাকে করে দিয়েছি তার এক্সিকিউটার। আপনার কাছেই এটা রাখুন। শুধু বলতে এলাম আপনার মত বন্ধুকে এ কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কঠোর কর্ত্তব্যের পথে শান্তিতে যাত্রা করেছি।

হর্ষনাথ। সেজন্য ভাববেন না। ওখানা দিন আমাকে। আমি সব ঠিক করে দেবো।

দানপত্র গ্রহণ ও টেবিলের উপরে স্থাপন

রামচরণের প্রবেশ

রামচরণ। বাবু, লোকেনবাবু আসছেন।

প্রস্থান

হর্ষনাথ। সর্ব্বনাশ!

ললিত। কি হয়েছে ? কে সে ?

হর্ষনাথ। আপনার কাছে আর লজ্জা কি ? আমার একজন পাওনাদার তাগাদায় আসছে। আপনার সম্মুখে অপমান করে যাবে, এই ভয়।

ললিত। তবে আমি একটু আড়ালে যাই।

হর্ষনাথ। তা হ'লে তো ভালই হয়।

ললিত। এই পর্দ্দাটার আড়ালে যাই।

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া) না, না, ওখানে নয়।

ললিত। (হর্ষনাথকে চুপি চুপি বলিল) ওখানে কাকে লুকিয়ে রেখেছেন ? যেন কার শাড়ী দেখা যাচ্ছে।

হর্ষনাথ। (নিম্নস্বরে) আপনার কাছে আর লজ্জা কি ; আমার একটি মহিলা বন্ধু।

ললিত। তাই বলুন। আপনি বেশ আছেন হর্ষনাথবাবু। কিন্তু আমি লুকোই কোথা ?

হর্ষনাথ। একটু কষ্ট করে এইখানে এই টেবিলের তলায় যদি ঢোকেন।

ললিত। বেশ তো। তাতে আমার আপত্তি নেই।

ঘরের অন্তপ্রান্তে একটি টেবিলের তলায় ললিতের উপবেশন ; টেবিলের উপরের আস্তরণ অনেকটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে

মণিকা। (মুখ বাহির করিয়া চাপা স্বরে হর্ষনাথকে) আমি যে এখানে আছি, তা যেন বলবেন না।

ললিত। (মুখ বাহির করিয়া চাপা স্বরে হর্ষনাথকে) আমি যে এখানে আছি তা যেন কিছুতে প্রকাশ করবেন না।

লোকেনের প্রবেশ

লোকেন। ওহে হর্ষনাথ, চন্দ্রনাথ আর কতদিন এই বেশে—

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া, নিম্নস্বরে ও ব্যস্তভাবে) আহা চুপ চুপ !

লোকেন। মণিকা নাকি ললিতের জন্য অনুরোধ করতে—

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া, নিম্নস্বরে) আহা থামো ! থামো ! (সহজ

ভাবে) দেখুন, খতটা আবার বদলে নিন, টাকা এখন আমি দিতে পারবো না।

লোকেন। (বিস্মিতভাবে) খত! টাকা! সে আবার কি ?

হর্ষনাথ। হাঁ, শুনে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু যা অসম্ভব—

লোকেন। ব্যাপার কি ?

হর্ষনাথ। চলুন, ওঘরে গিয়ে সব ঠিক করা যাক।

হর্ষনাথ লোকেনকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল

মণিকা। (মুখ বাহির করিয়া) বোধ হয় উনি জেনে ফেলেছেন, আমি এসেছি।

ললিত। (মুখ বাহির করিয়া) ওঃ, সেদিন যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হবার জন্য মণিকার কী সকাতর অনুরোধ! বোধ হয় জেনেছে সম্পত্তি তাকে দিয়েছি। মেয়েমানুষ কেবল সম্পত্তিই চেনে!

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) পোড়া কপাল আমার! সম্পত্তিই চিনি বটে!

ললিত। (টেবিলের তলায় বসিয়া) বাঃ, পর্দার আড়ালে পা দুখানি কি সুন্দর! একটি শাড়ীর লাল পাড় দিয়ে ঘের দেওয়া দুইখানি নীরব চরণপল্লব! যাই বল, পুনর্ণবার পা কিন্তু এমন সুন্দর নয়। কবি ওই রকম দু'খানি চরণপল্লব দেখেই লিখেছিলেন,

"যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাতা
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই মঝু গাতা।"

মনে হচ্ছে ওই চরণ যেখান দিয়ে চলে যাবে সেখান দিয়ে প্রেমের রাজপথ সৃষ্টি হবে, পৃথিবীর শ্যামলতার কোমলতার মছলন্দখানা ওর সামনে দিয়ে খুলে যেতে থাকবে। ওই লাল

শাড়ীর আঁচড় কেটে দিয়ে বিধাতা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে চরণ দেখে মরণকে বরণ করবার ইচ্ছে কেন জাগে। আজ এই ৪ঠা ফাল্গুনে ৮২ নম্বর বাড়ীতে টেবিলের তলায় ব'সে বেশ বুঝতে পারছি শুধু চরণপল্লব দেখে মুগ্ধ হ'য়ে কেন প্রেমিককবি ব'লেছিলেন "শীতল বলিয়া ও দুটি চরণে শরণ লইনু আমি !"

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) ছিঃ ছিঃ মানুষ এমন করেও বলে। ভারি লজ্জা ক'রছে।

ললিত। পুনর্ণবার পা কিন্তু এমন সুন্দর নয় !

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) যত দোষই ওঁর থাক, উনি কিন্তু সত্যবাদী। দেখিতো দলিলখানায় পুনর্ণবাকে কি দিলেন।

দলিলখানি লইবার জন্য মণিকা পর্দ্দার বাহিরে আসিতেছিল, কিন্তু ললিতের কথা শুনিয়া আর বাহির হইল না

ললিত। হে নিস্তব্ধ চরণপল্লব, যেপথে আজো তোমার চলাচল আরম্ভ হয়নি, আমি সেই পথের পথিক, তোমাকে বেষ্টন ক'রে আমি নূপুরের মত গুঞ্জরণ করবো। ওই চরণ-রূপের আমি দাসত্ব স্বীকার করছি।

পুরুষবেশে চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। কেউ নেই দেখছি, গেল কোথায় ?

ললিত। (টেবিলের তলা হইতে বাহির হইয়া) আপনি বুঝি তার ভাই ?

চন্দ্রনাথ। (বিস্মিত হইয়া) একি ! ললিতবাবু যে !

ললিত। ঠিক চিনেছেন। আমিও চেহারা দেখে বুঝেছি, তিনি আপনার দিদি।

চন্দ্রনাথ। (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া) হাঁ।

ললিত। যমজ ভাই বোন, না? আপনার নামটি কি?

চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ।

ললিত। গলার স্বর পর্য্যন্ত এক রকম! আপনারা যমজ—কি বলেন?

চন্দ্রনাথ। হাঁ প্রায় একসঙ্গে জন্মেছি।

ললিত। দেখুন ঠিক ধরেছি। এই যে নাকের কাছে তিলটি পর্য্যন্ত এক রকম! বাস্তবিক যমজ ভাই-বোন যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। কি বলেন?

চন্দ্রনাথ। আজ্ঞে হাঁ।

ললিত। দাঁতগুলো পর্য্যন্ত এক ধরণের। চন্দ্রনাথবাবু, জানেন বোধ করি আপনার দিদির সঙ্গে আমার—

চন্দ্রনাথ। হাঁ, সব শুনেছি, চলুন ওপরে যাওয়া যাক।

ললিত। আপনার দিদি পুনর্ণবা দেবী ওখানে আছেন বুঝি?

চন্দ্রনাথ। হাঁ হাঁ, চলুন। পুনর্ণবা, পুনর্ণবা! নামটিই তাঁর সর্ব্বস্ব!

উভয়ের প্রস্থান

মণিকা। (পর্দ্দার বাহির হইয়া) ঠিক কথাই ব'লেছে ঐ নামটিই তাঁর সর্ব্বস্ব।

টেবিলের উপর হইতে দলিলটা লইয়া পড়ি

কিন্তু এ কি, তিনি ভালবাসেন পুনর্ণবাকে অথচ সম্পত্তি দিলেন আমাকে, এর কারণ কি? কিছু তো বুঝতে পারছি না। আর কতক্ষণ এভাবে থাকবো? হর্ষনাথবাবু না এলে যেতেও পারি না, কার-না-কার সুমুখে গিয়ে প'ড়বো। কিন্তু চরণপল্লব

সম্বন্ধে উনি বেশ ব'লছিলেন। লোকে বলে উনি কল্পনা-বিলাসী, কিন্তু আমার মনে হয়, সত্য কথা বলাই ওঁর স্বভাব। ওমা, ললিতবাবু আবার এই দিকে আসছেন যে!

পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ললিতের দ্রুত প্রবেশ

ললিত। অ্যাঁ! শেষে মিশরের পিরামিড, এর পরে লোকে বলবে তুমিও নেই! এতদিন দেখলাম, আলাপ করলাম, যার জন্যে প্রাণ দিতে যাচ্ছিলাম, এখন শুনি সে মোটে মেয়েই নয়! আগ্রার তাজমহল, কবে শুনবো তুমি কবর নও, খানা খাবার হোটেল! উঃ কি ভুল! আমার মত বস্তুতান্ত্রিক যখন এমন ভুল করে, স্বপ্নবিলাসীদের না জানি কি দুর্দ্দশা হয়! পুনর্ণবা আর চন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি! পুনর্ণবার ছদ্মবেশ চন্দ্রনাথ নয়, চন্দ্রনাথের ছদ্মবেশ পুনর্ণবা! হায় হায় মরীচিকার জন্যে মণিকাকে কি কষ্টই না দিয়েছি! আর কি সে আমার সঙ্গে কথা বলবে? পুনর্ণবাকে ভালবাসতাম কিন্তু মনে যেন একটা অস্বস্তি ছিল, আজ বুঝতে পারছি তা মণিকার প্রেমের ফল্গুধারা। মণিকা যদি ক্ষমা না করে, তবেই আমার উচিত শাস্তি হয়। কি স্নিগ্ধ কোমল স্বভাব! আমার উচিত দণ্ড হয়েছে। তার কাছে গিয়ে কি করে আবার কথা পাড়বো! ভগবান যদি কোন রকমে আমার মনের কথা তাকে জানিয়ে দিতেন। নাঃ, এখন আর তার কাছে যাবো না। শিলং চলে যাই, মাস দুই পরে ফিরবো। সেখান থেকে তাকে চিঠি লেখা যাবে। বোধ হয় আর ক্ষমা করবে না। সেই দলিলটা নিয়ে যাওয়া যাক। আরে

দলিলটা কই! দলিল কে নিলে! এই তো এখানেই ছিল। তবে নিশ্চয় এই মহিলাটির কাজ। কি মুস্কিল! কি বলেই বা সম্বোধন করি। (গলা খাঁকার দিয়া) আয় যবনিকান্তরালবর্ত্তিনী অদৃশ্যা রহস্যময়ী, আমার দলিলখানা ফিরিয়া দিন। সাড়া নেই! অয়ি শাড়ীর রক্তপাড়-বেষ্টিতা চরণপল্লবের অধিকারিণী, আমার জরুরি দলিল খানা দিন। এও তো মজা! নিজে তিনি দেখা দেবেন না, কিন্তু অন্যের গোপনীয় দলিল পাঠ করবেন। দেখুন, সোজা ভাষায় বলছি, দলিল দিন নতুবা পর্দ্দা টেনে ফেলবো। আরে, নড়ে চড়ে কিন্তু সাড়া দেয় না! আপনি যেই হোন আমি পর্দ্দা টানলাম। আবার! পর্দ্দা চেপে ধরে! নাঃ, জোর করতে হচ্ছে।

জোর করিয়া পর্দ্দা অপসারণ ; মণিকা বাহির হইল

১। এ আবার কি ? আপনি, তুমি, মণিকা! নাঃ, আজ কাউকে বিশ্বাস নেই। পর্দ্দার আড়ালে তুমি, টেবিলের তলায় আমি! তুমি এখানে এলে কি করে ?

মণিকা। হরনাথবাবুকে আপনার জন্যে একটা বিষয়ে অনুরোধ করতে এসেছিলুম।

ললিত। আমার জন্যে অনুরোধ করতে ? কেন ? যাতে ডুয়েল না হয় ?

মণিকা। জানি না, হ'তে পারে।

ললিত। আড়ালে থেকে তো মনের কথা শুনে নিয়েছ ? মাপ করবে, না শিলং যাব ?

মণিকা। ছিঃ, আমি কি তোমাকে মাপ করতে পারি! তুমি আমাকে মাপ কর।

ললিত। (মণিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া) তাই করছি।

মণিকা। লক্ষ্মীটি—ছাড়ো।

ললিত ছাড়িয়া দিতে মণিকা দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল

ললিত। দলিল ছিঁড়ে ফেললে যে ?

মণিকা। তোমার মত সত্যবাদীর কাছে আবার দলিলের দরকার কি ?

ললিত। সত্যি কথা কোথায় শুনলে ?

মণিকা। ওই যে টেবিলের তলায় বসে কি সব বলছিলে।

ললিত। সব শুনেছ ?

মণিকা। স—ব।

ললিত। কি দুষ্টু। চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান

চন্দ্রনাথ লোকেন ও হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। সব ফসকে গেল ! দেখ, একেই বলে অদৃষ্ট ! উঃ, শেষকালে আমারই বৈঠকখানায় বসে দু'জনে বেশ প্রেম করে গেল ! আর আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

চন্দ্রনাথ। মন্দ কি ? আড়ালে বসে বেশ থিয়েটার দেখা গেল !

হর্ষনাথ। সব তোমার দোষ ! কেন যে ছদ্মবেশ না পরে এখানে এলে !

চন্দ্রনাথ। সারাদিন কি সং সেজে থাকা যায় মশাই ?

হর্ষনাথ। যাক এক কাজ কর। তুমি মেয়ে সেজে এস, তোমাকে যেতে হবে মেজর গুপ্তর কাছে। মোচড় দিয়ে চট করে কিছু টাকা আদায় ক'রে আনতে পার কিনা দেখ। তারপরে বিকেলের গাড়ীতে তুমি দেশে রওনা হও। আর আমি যাচ্ছি

মঞ্জরীর কাছে। ওকে ফস্কালে চলবে না। দেখ, হাতে দুটো-বাণ থাকবার কি স্মবিধে।

চন্দ্রনাথ। চললাম।

প্রস্থান

হর্ষনাথ ও লোকেন কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল

লোকেন। শেষে তীরে এসে তরী ডুবলো হে?

হর্ষনাথ। সেই জন্যেই তো লাফিয়ে ঘাটে উঠতে পারলাম, কিন্তু মাঝগাঙে ডুবলে কি কাণ্ড হ'ত বলতো?

লোকেন। দেখ, এখন মঞ্জরীকে আয়ত্ত ক'রতে পার কিনা।

হর্ষনাথ। সেটা অবশ্য হাতছাড়া হবে না।

লোকেন। তা নইলে মুস্কিলে পড়বে। ওর সম্পত্তি যদি শীগগির না পাও, তবে পাওনাদারের তাড়ায় বিপদ হবে। সবাই থেমে আছে এই জন্যে যে মঞ্জরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

হর্ষনাথ। তুমি যাওনা ভাই, মোহনলাল-মাড়োয়ারীকে একবার সান্ত্বনা দিয়ে এস। বল বাবুর বে' লাগলো ব'লে।

লোকেন। বেশ, চললাম। তুমি চন্দ্রনাথকে দিয়ে মেজর গুপ্তর কাছ থেকে কিছু যদি বাগাতে পার দেখ।

প্রস্থান

নারীবেশে চন্দ্রনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। বাঃ, কার সাধ্য তোমাকে পুরুষ ভাবে। এইবার এস দেখি। আমার কাছে বোস। মেজর গুপ্তর কাছে গিয়ে এইরকম ভাবে গলায় হাত দিয়ে একখানা ছবি তুলবে। সবাই ভাববে এরা প্রণয়ীযুগল।

গলায় হাত দিয়া উপবেশন

দ্রুত সুরদাসবাবুর প্রবেশ

সুরদাস। হর্ষনাথ, আঁা একি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

হর্ষনাথ। (উঠিয়া) সুরদাসবাবু, বসুন।

সুরদাস। বসুন! ছিঃ ছিঃ! কি দেখলাম, এতো স্বপ্নেও ভাবিনি! যুবতী স্ত্রীলোক নিয়ে তুমি—ওঃ!

হর্ষনাথ। সুরদাসবাবু, ইনি স্ত্রীলোক ন'ন।

সুরদাস। (রাগিয়া) দেখ, আর মিথ্যা কথা বলে পাপ বাড়িও না। একে অনাচার, তাতে মিথ্যা কথা। আমি জানি হর্ষনাথের স্বভাবচরিত্র ভালো, শেষে সেও—নাঃ আর কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

হর্ষনাথ। ইনি স্ত্রীলোক ন'ন।

সুরদাস। আবার মিথ্যা কথা! বুড়ো হ'য়েছি ব'লে কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ চিন্‌তে পারবো না? হরি হরি, এরি সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম!

হর্ষনাথ। সুরদাসবাবু, কথা শুনুন।

সুরদাস। নাঃ, আর এখানে নয়। আর মেয়েগুলোই বা কি? ছি ছি ছি! এ দেশের কি হ'ল? যেদেশে সীতা সাবিত্রী শকুন্তলা মৈত্রেয়ী গার্গী—সেই দেশে হায় হায় হায়!

মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। দেখুন, আমি পুরুষ সাজলেও বিপদ, নারী সাজলেও বিপদ, এখন করি কি?

হর্ষনাথ। আর আমার বিপদ দেখছ না? মণিকা তো ফস্কে গেছেই, এবার বুঝি মঞ্জরীও যায়। আমি একবার সুরদাসবাবুর বাসায় যাই।

মেজর গুপ্তর প্রবেশ

গুপ্ত। হর্ষনাথবাবু! এ কি আপনি এখানে? আপনি জানেন হর্ষনাথ বাবু, পুনর্ণবা একজনের বাগদত্তা, তাকে নিয়ে একাকী কি করা হচ্ছে? (আস্তিন গুটাইয়া) এক্সপ্লেন ইওর কনডাক্ট।

হর্ষনাথ। বসুন বলছি। আপনি আমার বন্ধু হয়ে—

গুপ্ত। না। আমি আর আপনার বন্ধু নই; আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। আই চ্যালেঞ্জ ইউ, কি নেবেন? ছোরা না পিস্তল?

হর্ষনাথ। কিছুই নয়।

গুপ্ত। ইউ মাষ্ট।

হর্ষনাথ। (হতভম্ব হইয়া) ইনি একটা কাজে—

গুপ্ত। কোন কথা শুনতে চাইনা। ছোরা-পিস্তলে অভ্যাস না থাকে আসুন, মুষ্টি যুদ্ধ করুন।

হর্ষনাথ। আমি কিছুই করবো না। ও আবার কি কথা!

গুপ্ত। (রাগিয়া) ইউ মাষ্ট। আপনি আমার বন্ধু ব'লে পরিচয় দিতেন! স্কাউণ্ড্রেল, রাস্কেল, ঈডিয়ট্!

হর্ষনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া

নিন, আরম্ভ করুন। এই নিন্ ষ্ট্রেট লেফ্ট।

ঘুষি মারিলেন

হর্ষনাথ। কি বিপদ! মেজর গুপ্ত, ইনি স্ত্রীলোক নন।

গুপ্ত। আমি বিয়ে করিনি বলে কি স্ত্রীলোকও চিনি না। এই নিন রাইট আউট।

আর এক ঘুষি

হর্ষনাথ। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) চন্দ্রনাথ, প্রাণ তো যায়, তুমি এক কাজ কর। নিজের মূর্ত্তিতে এঁকে একবার দেখা দাও।

চন্দ্রনাথের প্রস্থান

গুপ্ত। নন্সেন্স! আর এক ঘুষি দেব নাকি ?

হর্ষনাথ। আর কিছু দরকার হবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

বসিয়া পড়িল

মশাই, পুনর্ণবা ওর নাম নয়। ও পুরুষ মানুষ, নাম চন্দ্রনাথ।

গুপ্ত। এগেন্? আমি আপনাকে উচিত শিক্ষা দেব। উঠুন শীগগির।

হর্ষনাথ শুইয়া পড়িল

চন্দ্রনাথের স্ববেশে প্রবেশ

হর্ষনাথ। (উঠিয়া বসিয়া) এবার বিশ্বাস হল যে ইনি মেয়ে নন ?

গুপ্ত। একি! তাইত! তা, এটাই যে এর ছদ্মবেশ নয়, তা বুঝবো কি করে ?

হর্ষনাথ। এবার আমি নাচার। বিশ্বাস না হয় ডাক্তারি মতে পরীক্ষা করে দেখুন।

চন্দ্রনাথ। গুপ্ত সাহেব সত্যিই আমি পুরুষ!

গুপ্ত। মাই গড্! হুঁ, অ্যানাটমিতো সেই রকমই দেখছি। পৃথিবীটা অদ্ভুত স্থান! আই বেগ ইওর পার্ডন। হর্ষনাথবাবু, এতে আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল মানুষকে ভালবাসবার জন্ত আমার জন্ম হয়নি। মাই গড্! মানুষ জাতটাকে গলষ্টোনের মত অপারেশন করে ফেলে দিলে তবে যদি পৃথিবীর উপকার হয়। মাই গড্! বেগ ইওর পার্ডন, জেণ্টল মেন, বেগ ইওর পার্ডন।

ছড়ি নাচাইতে নাচাইতে প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। ঘুষিগুলো খুব লেগেছে নাকি?

হর্ষনাথ। তুমি থাম। পড়ে মরুকগে ঘুষি। আমি চললাম সুরদাসবাবুর বাসায়। সেটা ফস্কে গেলেই গেছি।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ, মঞ্জরী গান গাহিতেছিল

গান শেষ হইলে ছদ্মবেশে সনতের প্রবেশ

সনৎ। মঞ্জরী, মণিকার আর খবর পেলে?

মঞ্জরী। আজ সে আসেনি। ললিতবাবুকে থামাতে পারলে না?

সনৎ। নাঃ, সে একেবারে মরীয়া হ'য়ে উঠেছে। দাঁড়াও, এগুলো খুলে পাশের ঘরে রেখে আসি আমি। দরজাটা বন্ধ কর।

উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

মঞ্জরী। কিন্তু গুপ্ত সাহেব যে ক্ষেপে উঠলেন তাই ভাবি। আমিতো ওই দাম্ভিক মেয়েটার মধ্যে কোন রূপ দেখতে পাইনা।

সনৎ। মেয়েমানুষ কখনো দর্পণ ছাড়া আর কোথাও রূপ দেখতে পায় না।

মঞ্জরী। তোমাকেও কি পুনর্ব্বার ছোঁয়াচ লেগেছে নাকি?

সনৎ। আশ্চর্য্য কি?

মঞ্জরী। তবে একখানা লাঠি এনে দিই, লেগে যাও। মেয়ে দেখলে তোমরা যে সব ভুলে যাও।

সনৎ। এত অহঙ্কার! কবি আর সাহিত্যিকরা মিলে তোমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

মঞ্জরী। নিশ্চয়ই। কুরুক্ষেত্র বল, লঙ্কাকাণ্ড বল, সকলেরই মূলে একজন স্ত্রীলোক।

সনৎ। একে বল বুঝি প্রশংসা? রূপক ভেঙে ওর সরল অর্থ হচ্ছে এই যে—ঝগড়া বাধাতে একটি মেয়ে দরকার।

মঞ্জরী। বা! তুমিই তো বললে কবিরা আমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

সনৎ। দিয়েছে বইকি। তবে সেটা প্রশংসা করে নয়, ঝগড়া করতে উৎসাহ দিয়ে।

মঞ্জরী। কিন্তু আর কতদিন এমন ভাবে চলবে। আমার সর্ব্বদা ভয় হয় কখন যে ধরা পড়ো।

সনৎ। ধরা তো পড়তেই হবে। নালিশ করেছে, দরকার হলে বডি ওয়ারেণ্ট করবে, সব শুনেছ তো?

মঞ্জরী। ইস্, আমি হুকুম দিলে তো করবে! আমি একদিন সুবিধে পেলে দাদামশাইয়ের কাছে কথা পাড়বো।

সনৎ। তিনি শুনবেন?

মঞ্জরী। তুমি জানোনা, তিনি আমাকে কত ভালবাসেন। কেবল ঐ লোকটার পরামর্শে—

সনৎ। আমাকেও তো ভালবাসতেন।

মঞ্জরী। একদিন ধর না তাঁকে। সাদা মন, ধরলেই রাজি হবেন।

সনৎ। সুযোগ খুঁজছি। এত ব্যস্ততা কি? নালিশ করে আমার বাড়ী ঘর নেবে, তার আগে না হয় লোকটাকে নিলে—

মঞ্জরী। যাও, কিযে বল!

সনৎ। বাজে কথা যাক, যে-জন্য আমাকে মাইনে দাও তাই করি। একটা গান শেখো।

মঞ্জরী। তোমার ও শ্মশান-বৈরাগ্যের গান করতে পারবো না।

সনৎ। বেশ তো একটা রংদার গান শেখো।

মঞ্জরী। বেশি জোরে নয় কিন্তু।

সনৎ চাপা সুরে গান ধরিল এবং মঞ্জরী তাহার স্বরে স্বর মিলাইয়া গাহিতে লাগিল। গান শেষ হইলে সনৎ বলিল

সনৎ। কি রকম লাগলো ?

মঞ্জরী। মন্দ নয়, কিন্তু সে রকম হল না।

সনৎ। কোন রকম ?

মঞ্জরী। সেই যে সেদিন শুনিয়েছিলে, পাখীর গান, জংলা পাখী।

সনৎ। না, না, সেটাতো আধ্যাত্মিক গান নয়, তোমার দাদামশায় শুনলে কি ভাববেন ?

মঞ্জরী। তিনি বাড়ী নেই। গাও না লক্ষীটি !

সনৎ। বেশ, তুমি যখন মনিব, আদেশ অমান্য করি কেমন করে ?

সনৎ গান গাহিতে লাগিল

"জংলা পাখী পোষ না মানে
জংলা পোষা হল দায়"

মঞ্জরী। ওই শোন কে যেন আসছে ! শীগগির অন্য একটা গান ধর।

সনৎ। কিছু তো মনে আসছে না।

মঞ্জরী। শীগগির, শীগগির, ওই যে এসে পড়ল।

সনৎ 'জংলা পাখী' গানটি খাঁটি রামপ্রসাদী সুরে গাহিয়া গেল, কেবল মাঝে মাঝে 'মা' 'শ্যাম' প্রভৃতি বসাইয়া দিল।

বাহিরে সুরদাসবাবু

সুরদাস। মঞ্জরী, দরজাটা খোল তো।

সনৎ। (চাপা গলায়) আমার পরচুলা ? দাড়ি ? শীগগির ও ঘর থেকে আনো।

মঞ্জরীর প্রস্থান, সনতের জোরে জোরে গান ও মঞ্জরীর পুনঃ প্রবেশ

মঞ্জরী। তাইতো ? সেগুলো গেল কোথায় ?

সুরদাস। মঞ্জরী, মাষ্টার মশাই, দরজা খুলুন।

সনৎ। (রামপ্রসাদী সুরে) পরচুলা কই ? মা, ওমা শ্যামা রে !

মঞ্জরী। বোধ হয় টম নিয়ে পালিয়েছে।

সনৎ। (করুণতর রামপ্রসাদীতে) ওমা শ্যামা, আমার সব নিলি তুই, এখন এই বিপদে রক্ষা কর !

সুরদাস। এত দেরী কেন ? দরজা খুলুন।

সনৎ। আজ্ঞে দাঁড়ান। ছিটকিনিটা বেজায় আটকে গেছে।

মঞ্জরী। (ব্যাকুল ভাবে) টম, টম, আয়। লক্ষ্মী টম, শীগগির আয়।

সুরদাস। দরজা এত আটকে গেল কেন ?

সনৎ। কেমন করে বলবো বলুন। আধ্যাত্মিক গানেই বোধ হয়। (চাপা গলায়) টম এল ?

মঞ্জরী। না।

দরজা ধরিয়া টানাটানিতে ছিটকিনি খুলিয়া গেল। সুরদাসবাবু প্রবেশ করিলেন

সুরদাস। একি ! তুমি, সনৎ ? মাষ্টার কই ?

সনৎ। তাইতো !

সুরদাস। (বিস্মিত ভাবে) তুমি এলে কি করে ?

সনৎ। তাইতো, আমি এলাম কি করে!

সুরদাস। মঞ্জরী, সনৎ এলো কেমন করে?

মঞ্জরী। কি জানি, আমি তো বুঝতে পারছি না!

সুরদাস। তোমরা তো ছেলেমানুষ, তোমরা বুঝবে কেমন করে? আমিই যে বুঝতে পারছি না!

ললিত ও মণিকার প্রবেশ

মণিকা। এ কি, সনৎবাবু যে!

মঞ্জরী। এ কি, ললিতবাবু যে!

সুরদাস। আরে তোমাদের আবার মিল হয়েছে? শুনলাম ঝগড়া করেছ!

ললিত। আজ্ঞে, সে একটা বোঝবার ভুল হ'য়ে গিয়েছিল; মাষ্টার গেলেন কোথায়?

সুরদাস। আমি তো বুঝতে পারছি না।

সনৎ। আমিও না।

মঞ্জরী। আমিও না।

মণিকা। আমিও না।

ললিত। আমিও না।

সুরদাস। (চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) দাঁড়াও, একটু ঠাউরে দেখি। সবই যে গোলমাল লাগছে! সনৎকে বাড়ী আসতে দিই না, অথচ দেখি কিনা মঞ্জরী আর সে দিব্যি ঘরের ভেতর গান করছে!

সনৎ। আজ্ঞে আধ্যাত্মিক গান!

সুরদাস। ললিত আর মণিকার বিয়ে ভেঙে গেল, দেখি তারা মনের আনন্দে এক সঙ্গে আছে! বুড়ো দেখে এক মাষ্টার আনলাম—

তার দাড়ির একটা চুলও দেখতে পাচ্ছি না। সব ধোঁয়াটে লাগছে। দেখতো, দেখতো ললিত, নাড়িটা ঠিক আছে কিনা ?

চাণক্যের ভঙ্গী করিলেন

পুঁটির চুল-দাড়ি লইয়া প্রবেশ

পুঁটি। দিদিমণি, তোমার কুকুরটা এই দেখ কি সব নিয়ে পালাচ্ছিল।

সুরদাস। আরে এই যে চুল দাড়ি, কিন্তু মানুষটা গেল কোথায় ?

মঞ্জরী। (সুরদাসবাবুর কোলের কাছে পড়িয়া) দাদামশায়, মাপ কর। টম্—

সুরদাস। কি সর্ব্বনাশ! তোর টম্ শেষকালে মাষ্টারকে খেয়ে ফেললে না কি ? আমি বরাবর বলি ও-রকম বাঘা কুকুর বাড়ীতে রাখিস না।

মণিকা। আমি বুঝতে পেরেছি। দাদামশায়, মাপ করেন তো বলি।

সুরদাস। মাষ্টারকে পেলে যে এখন সকলকেই মাপ করি। সে যে বড় ভাল লোক ছিল, আজ সন্ধ্যায় আমার বক্তৃতা শুনবে বলেছিল।

মণিকা। আপনি ঠকেছেন দাদামশায়। এই সনৎবাবুই মাষ্টার।

সুরদাস। সনৎ মাষ্টার !

মণিকা। হাঁ, সেজে আসতো।

সনৎ। আমাকে মাপ করুন।

সুরদাস। এঃ, আমার যে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে ! তা' ওরকম ক'রে সং সাজতে কেন ?

সনৎ। আজ্ঞে আসতে নিষেধ করেছিলেন, তাই—

সুরদাস। আরে আমি নিষেধ ক'রব কেন? হর্ষনাথ যে নিষেধ ক'রতে ব'লত। যাহোক, আচ্ছা ঠকিয়েছ দেখছি। আরে ভায়া, দরজা বন্ধ করে কি পঞ্চশরের পথ বন্ধ করা যায়? যাক ভাই, তোমার উপর অন্যের কুপরামর্শে অনেক অবিচার করেছি, মনে কিছু করো না। তোমার আরজিই বাহাল। এই মঞ্জরী নিয়ে মালা গেঁথে তুমিই গলায় পরো। শীগগিরই একটা দিন ঠিক ক'রতে হচ্ছে। আর হর্ষনাথের চরিত্র যে এমন খারাপ, তা জানতাম না, তার বাড়ীতে হঠাৎ গিয়েছি, দেখি এক সোমত্ত মেয়ে নিয়ে গলা ধ'রে বসে আছে! যাক, তোমরা ব'সো। একসঙ্গে দুটো বিয়ের দিন ঠিক করতে হবে। কিন্তু মঞ্জরী দিদি, এ চুল-দাড়িটা ফেলছি না, তুলে রাখবো; বিয়ের সময় এইটি প'রে নাত-জামাইকে পিঁড়িতে ব'সতে হবে। আচ্ছা তোমরা বস। আমি জানি কিনা এ যার যা তা হবেই। যে দেশে মনে কর খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী জন্মগ্রহণ ক'রেছেন সে দেশেরই তো মেয়ে এরা।

প্রস্থান

চারিজনের উপবেশন

মঞ্জরী। মণিকা, তোর হারানিধি পেলি কি করে ভাই?

মণিকা। ওই যে সোমত্ত মেয়েটির কথা শুনলি না—ওরই কৃপায়।

মঞ্জরী। কিছু যে বুঝছি না স্পষ্ট করে বল।

মণিকা। স্পষ্ট ক'রে পরে বলবো। এখন এইটুকু শুনে রাখ যে সেই মেয়েটি মেয়েই নয়।

মঞ্জরী। পুরুষ? সেই যে কি নাম? কি শাক যেন—

মণিকা। বলুন না ললিতবাবু।

ললিত। আর এঁর কথা কেন বলেন? ইনি পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরের কথা শুনে নিয়েছেন।

মঞ্জরী। সে আবার কি?

মণিকা। পরে হবে এখন। ব্যাপার মন্দ নয়, কেউ দাড়ির আড়ালে, কেউ পর্দ্দার আড়ালে, কেউ শাড়ীর আড়ালে—

সনৎ। আর ওই যে আসছেন, সর্ব্বনামের আড়ালে।

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ কোন কথা বলিল না। কেবলি দেখিল জুড়ি মিলিয়া গিয়াছে; তাহার স্থান এখানে নহে, সে একবার চারিদিকে দেখিয়া গমনোন্মুখ হইল

সনৎ। আসুন, আসুন হর্ষনাথবাবু। আমার সেই ঋণের কথাটা মনে করিয়ে দিতে এসেছেন বুঝি? তা সেটা শোধ করে ফেলেছি। বিশ্বাস না হয় আপনি আপনার এই দু'টি ক্লায়েণ্টকেই জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন।

মঞ্জরী ও মণিকাকে দেখাইয়া দিল

হর্ষনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার সকলকে দেখিল

ললিত। আর হর্ষনাথবাবু, আপনি তো আমার দানপত্রের কথা সবই জানেন। মণিকা আর আমি দু'জনেই দু'জনকে..............

হাত নাড়িয়া সমর্পণের ভঙ্গী করিল

হর্ষনাথ। হুঁঃ। আচ্ছা।

হর্ষনাথ হন হন করিয়া চলিয়া গেল

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। বাবু, আপনি এখানে? আমি মাসখানেকের ছুটি নিতে এসেছি।

সনৎ। কেন ?

ভজুয়া। আজ্ঞে আমার সেই স্যাকরার ধারটা শোধ ক'রতে হবে।

সনৎ। সে আমি শুধে দোব'খন।

ভজুয়া। আজ্ঞে, সে আপনি শুধতে গেলে হবে না।

সনৎ। কি রকম ?

ভজুয়া। আজ্ঞে, পুঁটিকে বিয়ে ক'রতে হবে। পুঁটি স্যাকরার মাসতুতো বোন কি না, ওকে বিয়ে ক'রলেই সব গোল মিটবে।

সকলের হাস্য

সনৎ। দেনা শোধের ভাল উপায় বের করেছিস।

ভজুয়া। আজ্ঞে বাবু, এক বাড়ীতে দু নিয়ম কি ভাল দেখায় ?

সনৎ। যা যা, ফাজিল কোথাকার! এখন বাড়ী যা।

ভজুয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিল

ললিত। তোমার চাকরটি তো বেশ!

মঞ্জরী। বাবুটি কি রকম!

সকলের হাস্য

ললিত। যাক ভাই, আজ এই পরম সুখের সময় তোমরা একটা বেশ রোম্যান্টিক্ গান গাও। আমি একটা গান রচনা ক'রে এনেছি।

সনৎ। তা বেশ, আমিও সুর দিয়ে ফেলছি; কিন্তু সকলকে গাইতে হবে।

মণিকা। কিন্তু আমরা যে বেসুরো।

মঞ্জরী। সুরপতি যখন এতটা দয়া ক'রেছেন তখন তুচ্ছ গানের সুরও কি আজ মিলবে না ?

সনৎ। আরে না মেলে পরস্পরের কণ্ঠ পাকড়ে ধ'রলেই চ'লবে। দাও হে ললিত, গানটা দাও—আরে তুমি যে চারখানা কাপি ক'রে এনেছ !

ললিত। ভাই, আমি বস্তুতান্ত্রিক, হিসেব ক'রে কাজ করি, তোমাদের মত তো আর কল্পনাবিলাসী নই! নাও আরম্ভ কর।

সকলের গান

মণিকা ও ললিত পরস্পরের কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পার্শ্বে সনৎ ও মঞ্জরী পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া গাহিতে লাগিল

রূপে ও রূপায়
এই দু' উপায়
প্রেম দেবতার আনাগোনা।
খনির সোনায়
হার সে মানায়
তনু দেহে যবে আনে সোনা।
প্রেম আর রূপে
চলে চুপে চুপে
বিশ্ব জুড়িয়া জাল বোনা।
ও গো মন্মথ
শোভে তব পথ
অশ্রু হাসির আলপনা!

গান শেষ হইলে হাসিতে হাসিতে ললিত মণিকার দিকে ঘুরিয়া গিয়া তাহার আর একটি হাত ধরিল, মঞ্জরী সনতের দিকে ঘুরিয়া তাহার হাত ধরিল। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে এমন সময় ঝড়ের মত সুরদাসবাবু প্রবেশ করিলেন।

সুরদাস। দেখ ললিত, সনৎ— সেই বক্তৃতাটা—

তখনও উঁহারা ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া। সুরদাসবাবু অপ্রস্তুত ভাবে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন

ও! আচ্ছা থাক্। তোমরা বড় ব্যস্ত, ~~সে পরে ব'লবো।~~
দেখি ডাক্তারের দিকে কাউকে পাই কিনা!

যবনিকা

গ্রন্থকারের—

উপন্যাস

পদ্মা

দেশের শত্রু

কবিতা

দেয়ালী

বসন্ত-সেনা

বিদ্যাসুন্দর

প্রাচীন আসামী হইতে

নাটক

ঘোষযাত্রা

ডিনামাইট

প্রজাপতির পক্ষপাত

রঞ্জন প্রকাশালয়
২৫।২ মোহন বাগান রো